I'm in.

DETROIT PUBLIC SCHOOLS

ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয়সমূহ

ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহ

কে - ১২ শ্রেণী

পুনর্মুদ্রিত, ২০১১

সেপ্টেম্বর ২০১০,

প্রিয় পিতামাতা,

আমরা আনন্দিত যে আমরা ২০১০ - ২০১১ স্কুল বর্ষের জন্য ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র আচরণ বিধির পুস্তিকা আপনাদের কাছে পেশ করতে পারছি। এই পুস্তিকা ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের সকল ছাত্রকে অধিকার, নীতি ও দায়িত্বের বিস্তারিত বিবরণ দিবে।

আপনি জানেন স্কুল ভবনে ছাত্রের নিরাপত্তা সব চেয়ে জরুরী। আমরা সবাই আশা পোষন করি আমাদের স্কুল গুলো উৎকর্ষ সাধনের কেন্দ্রে পরিণত হোক, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে ছাত্ররা যেন ছাত্র আচরণ বিধি ক্লাশের বাইরে ও ভিতরে মেনে চলে। অতএব আপনি পুস্তিকাটি পর্যালোচনা করে আপনার সন্তানের সাথে আলোচনা করুন। এরূপ করলে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে, পিতামাতার অংশগ্রহণ জোরদার করলে ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহ একটি কার্যকরী ও শ্রেষ্ট সংস্থায় পরিণত হবে।

অস্থায়ী জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট টেরেসা গাইসার, অস্থায়ী জেনারেল কাউনসেল পিনিস হাটস হিল, ইনস্পেক্টর জেনারেল জন বেল এই ছাত্র আচরণ বিধি পুস্তিকাটি পর্যালোচনা করেছেন।

এই পুস্তিকার নীতিমালা অনুসরন করে ছাত্ররা একটি নিরাপদ, সহায়ক স্কুল পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবে যা তাদের শিক্ষাগত সাফল্যে অবিদান রাখবে। আমরা পিতামাতাকে অনুরোধ করবো স্কুল শিক্ষক, প্রিন্সিপাল সবার সাথে মিলে কাজ করবেন সমস্যা সমাধান ও একটি সুন্দর স্কুল সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য।

এই পুস্তিকা পর্যালোচনা করার পর পিতামাতা ও ছাত্রের বক্তব্য স্বাক্ষর করে স্কুলে পাঠান।

আমরা আপনার সন্তানের একটি সফল ও গঠণমূলক শিক্ষা বর্ষ কামনা করি এবং “আমি আছি” ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহে এর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

নিবেদক,

রবার্ট সি বাব,
জরুরী আর্থিক ব্যবস্থাপক।

ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয়সমূহ নিজেকে পুনরায় উদ্ভাবন করেছেঃ

আমাদের স্কুলগূলো যা আমাদের সমাজকে বিংশ শতাব্দিতে উন্নতির দিকে নিয়ে গেছে একবিংশ শতাব্দিতে তা সম্ভবপর নয়। আমাদের এমন স্কুল প্রয়োজন যা আমাদের সন্তানদেরকে কলেজের জন্য প্রস্তুত করবে এবং আমাদের নগরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমরা এমন স্কুল সৃষ্টি করছি যেখানেঃ-

প্রত্যেকেই জানবে আমাদের লক্ষ্য। ছাত্র ও শিক্ষকরা স্পষ্টভাবে অবগত থাকবে কোন বিষয়ে কি শিখতে হবে ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। পিতামাতা জানেন আমরা কিভাবে ছাত্রের অর্জনকে যাচাই করি এবং ছাত্রের/স্কুলের অর্জন হচ্ছে কি-না দেখি। আমাদের সমাজের চাহিদা হলো হাই স্কুল উত্তীর্নের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং পরবর্তি শিক্ষা গ্রহণে মনোনিবেশ করা।

প্রত্যেকেই অতীতের তুলনায় বেশি শিখবেন। ২০১৫ সালে উচ্চ পর্যায়ের অর্জনের জন্য আমরা মৌলিক বিষয়ে উন্নতমানের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করবো। এমন পরীক্ষা পাশের কোন অর্থ নেই যদি এর কোন মূল্য ব্যবসার মালিক ও কলেজ ভর্তি কর্মকর্তার কাছে না থাকে। এটা ঠিক নয় যে, অংক বলতে ভগ্নাংশ বা কারও কাছে বীজগণিত। ছাত্র ইংরেজি জানেনা বা নবম শ্রেণীতে ক্রাডিট কম এমন অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রত্যেকেই জানেন শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া। বর্ধিতদিনে শিক্ষার অধিক সময় পাওয়া যায় ও শিক্ষকরাও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। প্রত্যেককে উদ্দেশ্যের প্রতি বলিয়ান করাই আমাদের লক্ষ্য।

প্রত্যেকেই শিখবেন। প্রিস্কুলে ৫ পর্যন্ত গণনা শিখবে, একদল শিক্ষক ভগ্নাংশ শিখাবেন, পিতামাতা শিখবেন কিভাবে তার সন্তানকে বীজগণিতে ভর্তি করা যায়, ফুটবল দল শিখবে কিভাবে আত্মরক্ষামূলক খেলা যায়। এক কথায় ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয়সমূহে সকল বয়সের সকলেই শিখবে।

নিম্নের বিশ্বাসগূলোই আমাদের লক্ষ্যে পৌছার পরিকল্পনার ভিত্তিঃ-

- ছাত্রের প্রয়োজনেই সকল সিদ্ধান্ত, বয়স্কদের জন্য নয়।
- শিক্ষা নেতৃত্বের মূল হলো উৎসাহ ও তত্ত্বাবধান।
- বুঝার দক্ষতা বৃদ্ধি হলো শিক্ষকের কার্যকারিতা, যা পেশাগত প্রশিক্ষণের পরামর্শ অনুযায়ী ছাত্রের অর্জন বৃদ্ধি করে।
- বয়স্কদের জবাবদিহিতার জন্য উপযুক্ত যাচাই পদ্ধতি ব্যবহার করা। ফলাফলের জবাবদিহিতা হবে আভ্যন্তরিন ও বাহ্যিক।
- যখনই সমাজ সহযোগিতা করবে তখনই ডেট্রয়েটর প্রত্যেকেই লাভবান হবে।

আমরা পাচটি স্তরে কাজকে বিন্যস্ত করেছিঃ-

- শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ
- নিরাপদ স্কুল ও পছন্দের ব্যবসাকেন্দ্র
- প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও মেধাবী শিক্ষক
- অর্জনে জবাবদিহিতা
- পরিবার/ সমাজের সমর্থন ও ক্ষমতাপ্রদান

ডেট্রয়েট শিক্ষা বোর্ড
ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রদের অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ ও পূনঃবিবেচনার বিবরণঃ

প্রিন্সিপালের প্রতিঃ

আমরা নিম্নেস্বাক্ষরকারীগণ শিক্ষা বোর্ড ও জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের সাথে ছাত্রদের শুভ আচরণ ও শিক্ষাগত অর্জনে প্রচেষ্টা চালানোতে একমত। বিদ্যালয় সমূহ থেকে বন্দুক বা মারাত্তক অস্ত্রসস্ত্র দূর করা সবার দায়িত্ব।

অতএব আমরা নিম্নেস্বাক্ষরকারীগণ একমত যে ঃ

ছাত্রের জন্যঃ

- √ ছাত্রের আচরন বিধির নীতিমালা পড়ব ও অনুসরন করব।
- √ বিদ্যালয়ে বন্দুক বা অস্ত্র আনব না।
- √ বিদ্যালয়ে বন্দুক বা অস্ত্র দেখলে বয়স্ককে জানাব।
- √ অন্যের বন্দুক বা অস্ত্র রাখব না বা লুকাব না।
- √ বিবাদের সময় বয়স্কদের সাহায্য নেয়ার জন্য আমার বন্ধুদেরকে বলব।

ছাত্রের স্বাক্ষর ______________________________ তারিখ ____________

বিদ্যালয় ______________________________

পিতামাতার জন্য

- √ ছাত্রের আচরন বিধির নীতিমালা পড়ব।
- √ বন্দুক বা অস্ত্র ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে আমার সন্তানকে শিক্ষা দিব।
- √ আমার বন্দুক বা অস্ত্র সন্তানের নাগালের বাইরে রাখব।
- √ বন্দুক বা অস্ত্র দূরীকরণে ও হিংস্রতা নিরসনে বিদ্যালয়ের সাথে কাজ করব।
- √ বন্দুক বা অস্ত্র সম্পর্কে উপযুক্ত লোককে জানানোর জন্য আমার সন্তানকে উৎসাহ দিব।
- √ আমার সন্তানকে হিংস্রতা নিরসনের পন্থা অবলম্বন শিক্ষা দিব।

ছাত্রের স্বাক্ষর ______________________________ তারিখ ____________

বিদ্যালয় ______________________________

আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও আশা করি প্রিন্সিপাল করবেনঃ

- √ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারী সবাইকে বন্দুক বা অস্ত্র সম্পর্কে নীতিমালা জানাবেন ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করবেন।
- √ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছাত্র সভা গূলো ব্যবহার করবেন।
- √ বিদ্যালয়ে বন্দুক বা অস্ত্র দেখলে ছাত্ররা যাতে অন্যকে অবিহিত করে তা নিশ্চিত করা।
- √ বিবাদ নিরসন পাঠ্যসূচীর অংশ হিসাবে শিক্ষা দেয়া।
- √ বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে পিতামাতা অবিশ্যই অফিসে জানাবেন।

ডেট্রয়েট শিক্ষা বোর্ড
ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রদের অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ ও পূনঃবিবেচনার বিবরণঃ

প্রিন্সিপালের প্রতিঃ

আমরা নিম্নেস্বাক্ষরকারীগণ শিক্ষা বোর্ড ও জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের সাথে ছাত্রদের শুভ আচরণ ও শিক্ষাগত অর্জনে প্রচেষ্টা চালানোতে একমত। বিদ্যালয় সমূহ থেকে বন্দুক বা মারাত্বক অস্ত্রসস্ত্র দূর করা সবার দায়িত্ব।

অতএব আমরা নিম্নেস্বাক্ষরকারীগণ একমত যে ঃ

ছাত্রের জন্যঃ

√ ছাত্রের আচরন বিধির নীতিমালা পড়ব ও অনুসরন করব।
√ বিদ্যালয়ে বন্দুক বা অস্ত্র আনব না।
√ বিদ্যালয়ে বন্দুক বা অস্ত্র দেখলে বয়স্ককে জানাব।
√ অন্যের বন্দুক বা অস্ত্র রাখব না বা লুকাব না।
√ বিবাদের সময় বয়স্কদের সাহায্য নেয়ার জন্য আমার বন্ধুদেরকে বলব।

ছাত্রের স্বাক্ষর ______________________________ তারিখ __________

বিদ্যালয় ______________________________

পিতামাতার জন্য

√ ছাত্রের আচরন বিধির নীতিমালা পড়ব।
√ বন্দুক বা অস্ত্র ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে আমার সন্তানকে শিক্ষা দিব।
√ আমার বন্দুক বা অস্ত্র সন্তানের নাগালের বাইরে রাখব।
√ বন্দুক বা অস্ত্র দূরীকরণে ও হিংস্রতা নিরসনে বিদ্যালয়ের সাথে কাজ করব।
√ বন্দুক বা অস্ত্র সম্পর্কে উপযুক্ত লোককে জানানোর জন্য আমার সন্তানকে উৎসাহ দিব।
√ আমার সন্তানকে হিংস্রতা নিরসনের পন্থা অবলম্বন শিক্ষা দিব।

ছাত্রের স্বাক্ষর ______________________________ তারিখ __________

বিদ্যালয় ______________________________

আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও আশা করি প্রিন্সিপাল করবেনঃ

√ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারী সবাইকে বন্দুক বা অস্ত্র সম্পর্কে নীতিমালা জানাবেন ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করবেন।
√ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছাত্র সভা গূলো ব্যবহার করবেন।
√ বিদ্যালয়ে বন্দুক বা অস্ত্র দেখলে ছাত্ররা যাতে অন্যকে অবিহিত করে তা নিশ্চিত করা।
√ বিবাদ নিরসন পাঠ্যসূচীর অংশ হিসাবে শিক্ষা দেয়া।
√ বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে পিতামাতা অবিশ্যই অফিসে জানাবেন।

ডেট্রয়েট শিক্ষা বোর্ড
ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহে
ছাত্রদের অধিকার ও দায়িত্ব আমাদের লক্ষ্যঃ

সূচীপত্র

I. ভুমিকা ---------- ৮
ক) উপস্থিতি নিয়িন্ত্রণ ---------- ৮
খ) উপস্থিতি নীতি ---------- ৯
১. উপস্থিতির মানদন্ড ---------- ৯
২. বিদ্যালয় ভবনে প্রবেশ ---------- ৯
৩. অনুপস্থিতি/বিলম্বের অজুহাত ---------- ৯
৪. অনুপস্থিতি/বিলম্বের ক্ষতিপূরণ ---------- ৯
৫. সাহায্যমূলক সেবাসমূহ ---------- ৯
গ) দায়িত্বসমূহ ---------- ১০
১. ছাত্ররা ---------- ১০
২. পিতামাতা ---------- ১০
৩. উপস্থিতি সংস্থা ---------- ১০
৪. অন্যান্য কর্মচারী ---------- ১০

II. বিদ্যালয়ের সীমানা ---------- ১১

III. ক্ষমতা প্রাপ্তির বিবরণ ---------- ১১

IV. ছাত্রের দায়িত্বসমূহ ---------- ১২
ক) অংশগ্রহণ ---------- ১২
খ) আচরণ ---------- ১২
গ) শিক্ষকের প্রতি সম্মান ---------- ১২
ঘ) ছাত্রদের প্রতি সম্মান ---------- ১২

V. ছাত্রের অধিকার ---------- ১২
ক) শৃঙ্খলার জন্য স্বচ্ছ প্রশাসন ---------- ১২
খ) ক্ষতিপূরনের নীতিমালা ---------- ১৩
গ) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ---------- ১৩
১. বিশ্বাস ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনত---------- ১৩
২. ছাত্রদের পোষাক ---------- ১৪
ঘ) অযৌক্তিক অনুসন্ধান ও জব্দকরণের স্বাধীনতা---------- ১৬
১. লকার ও টেবিল বা অন্যান্য জায়গা তল্লাশী ---------- ১৬
২. ছাত্রের ব্যক্তিগত জিনিস তল্লাশী ---------- ১৬
৩. ধাতবীয় অনুসন্ধান ---------- ১৭
৪. পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ছাত্রের অধিকার ---------- ১৭

VI. বাঞ্চনীয় ও বর্জনীয় আচরন ---------- ১৭
ক) অপরাধ মাত্রা - ১ ---------- ১৯
খ) অপরাধ মাত্রা - ২ ---------- ২১
গ) অপরাধ মাত্রা - ৩ ---------- ২৪

VII. বরখাস্ত ও বৃত্তিমূলক কেন্দ্রে হাজিরা ---------- ২৪

VIII. শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা ---------- ২৪

ক) শিক্ষকের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা ---------- ২৪

খ) প্রশাসনিক শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা ---------- ২৫

১. স্বল্পকালীন বরখাস্ত ---------- ২৫

২. দীর্ঘকালীন বরখাস্ত ---------- ২৫

৩. প্রশাসনিক বদলী ---------- ২৬

৪. শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যা যা প্রয়োজন ---------- ২৬

৫. শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার অধিকার ---------- ২৬

৬. শৃঙ্খলামূলক পদ্ধতি/স্কুল পর্যায়ে শুনানী ---------- ২৭

ক) স্কুল পর্যায়ে তদন্ত ---------- ২৭

খ) শৃঙ্খলামূলক শূনানী ---------- ২৭

গ) স্বল্পকালীন বরখাস্তের শূনানী ---------- ২৮

ঘ) স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত ও প্রশাসনিক বদলীর
১ম ও ২য় স্তরের অপরাধের জন্য আপিল ---------- ২৮

১. আপিলের প্রথম পদক্ষেপ ---------- ২৮

২. আপিলের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ---------- ২৮

৩. আপিলের তৃতীয় পদক্ষেপ ---------- ২৯

গ) জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের ব্যবস্থা গ্রহণ ---------- ২৯

১. জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের শুনানি ---------- ২৯

২. পুনঃভর্তির শুনানি ---------- ৩০

৩. পুনঃভর্তির নীতিমালা ---------- ৩০

ঘ) শিক্ষা বোর্ডের পূনর্বহাল পদ্ধতি ---------- ৩০

IX. শারিরিক অক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্রদের শৃঙ্খলা ---------- ৩১

ক) সংজ্ঞা বা ৫০৪ ধারার ছাত্ররা ---------- ৩১

খ) স্বল্পকালীন বরখাস্ত / দীর্ঘকালীন বরখাস্ত / প্রশাসনিক বদলী /
বহিস্কারের পন্থা ৫০৪ ধারার ছাত্রের জন্য ---------- ৩২

গ) সন্দেহভাজন শারীরিকভাবে অক্ষম ছাত্র ---------- ৩৩

ঘ) স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের যোগ্য ৫০৪
ধারার ছাত্ররা ---------- ৩৩

X. শারীরিকভাবে অক্ষম ছাত্রদের জন্য নীতিমালা ---------- ৩৩

XI. তথ্য ---------- ৩৪

XII ঔষধ নীতি ---------- ৩৪

XIII ছাত্র ও পিতামাতার অধিকার ---------- ৩৫

XIV শব্দ কোষ ---------- ৩৬

ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহ
ছাত্রদের আচরণবিধি
কে-১২ শ্রেণী

I. ভূমিকাঃ

ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের সরকারী শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত। এই নিশ্চিত অধিকারে ছাত্রদের সফলতার জন্য নিয়মিত উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিধান অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট আইনগত কারণ ছাড়া কোন ছাত্রকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না । **ডেট্রয়েট শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষকদের দায়িত্ব হল অযৌক্তিক ভাবে কোন ছাত্রের এই অধিকার যেন অস্বীকার করা না হয় তা নিশ্চিত করা। ছাত্রদের দায়িত্ব হল নিয়মিত স্কুলে যাওয়া এবং এমন অচরণ করা যাতে অন্য ছাত্র ভীত না হয় এবং এই অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়।**

এই আচরণ বিধির উদ্দেশ্য হলঃ

- ছাত্রকে তার অধিকার ও দায়িত্ব দেয়া।
- ছাত্রের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা।
- যে সমস্ত কার্যক্রম বিদ্যালয়ের কর্মসূচীকে বাধাগ্রস্থ করে বা যা নিষিদ্ধ তা প্রতিরোধ করা।

জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের এই আচরণ বিধি প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সমভাবে কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক।

ক) উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণঃ

বিদ্যালয়ে কৃতকার্য হওয়ার জন্য নিয়মিত উপস্থিতি খূবই গুরুত্বপূর্ণ। সকল ছাত্র নিয়মিত যথাসময়ে প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকবে। আইনানুযায়ী পনের (১৫) বছরের বা তার নিম্ন বয়সী কোন ছাত্র ২০ দিনের বেশী অনুপস্থিত থাকলে কোর্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ইহা বিশ্বাস করা হয় যে নিয়মিত উপস্থিতির গূরু দায়িত্ব বর্তায় ছাত্র ও তার পিতামাতার উপর। শিক্ষকদের দায়িত্ব হল ভাল উপস্থিতির জন্য ছাত্র ও তার পিতামাতাকে সাহায্য করা। যদি দেখা যায় একটি ছাত্র অনুপস্থিতির দিকে যায় তবে সাথে সাথে তাকে নিয়ে আলোচনা করা। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

বৈধ কৈফিয়ত ছাড়া কোন অনুপস্থিতি বা বিলম্ব গ্রহণ করা হবে না। যখনই কৈফিয়তহীন কোন অনুপস্থিতি বা বিলম্ব ঘটে তবে সাথে সাথে ব্যবস্থা নেয়া শিক্ষকের দায়িত্ব। সমস্যার ধরণ বুঝে উপস্থিতি সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ) উপস্থিতি নীতিঃ

১. উপস্থিতির মানদন্ডঃ

সকল ছাত্র নিয়মিত যথাসময়ে প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকবে। অনুমোদন বিহীন পনের (১৫) মিনিটের বেশী অনুপস্থিত থাকাই অনুপস্থিত। ঘন্টা পড়ার পূর্বেই ছাত্ররা নির্দিষ্ট স্থানে বা রুটিন অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকবে। সকল ছাত্র সমান সময় শিক্ষা পাওয়া তার অধিকার। অতিরিক্ত বিলম্বে আসা রোধকল্পে অন্য ছাত্রদের শিক্ষা দান ব্যাহত করা শিক্ষকের অধিকার।

২. বিদ্যালয় ভবনে প্রবেশঃ

সকল ছাত্রকে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছবিযুক্ত পরিচয় পত্রসহ প্রবেশ করবে এবং সারাদিন তা ধারণ করবে। সঙ্গত কারণ ছাড়া ছাত্ররা কর্মসূচী আরম্ভ হওয়ার পনের (১৫) মিনিট পূর্বে প্রবেশ এবং কর্মসূচী শেষ হওয়ার দশ (১০) মিনিট পর বিদ্যালয় ভবনে থাকতে পারবে না।

বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে ছাত্ররা ভবন ত্যাগ করতে পারবে না। তারা তাদের পুরো রুটিন মেনে চলবে। শিক্ষকরা এর ব্যতিক্রমও মেনে চলবেন। ভবনে পুনঃ প্রবেশের জন্য ছাত্রদের প্রবেশাধিকার থাকতে হবে।

৩. অনুপস্থিত/বিলম্বের অজুহাতঃ

অনুপস্থিত/বিলম্বের জন্য ছাত্রকে সঙ্গত কারণ দেখাতে হবে। আর এর পন্থা গুলো নিম্নরূপঃ

- √ পিতামাতার পক্ষ থেকে নোট বা ফোন।
- √ শিক্ষকের কাছ থেকে ছাড়পত্র।
- √ চিকিৎসকের সনদপত্র।
- √ কোর্ট বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষের দলিল।

৪. অনুপস্থিত/বিলম্বের ক্ষতিপূরণঃ

বিদ্যালয়ে ফেরার ৩ দিনের ভিতর শিক্ষকের সাথে ক্ষতিপূরণ কাজের জন্য যোগাযোগ করতে হবে। যারা অনুপস্থিত/বিলম্বের সঙ্গত কারণ দেখাতে পারবে তারাই শূধু ক্ষতিপূরণের সুযোগ পাবে।

৫. সাহায্যমূলক সেবাসমূহঃ

বিদ্যালয় বা ক্লাশ থেকে পালনোর জন্য বিদ্যালয় কর্তৃক নিন্মের সহায়ক সেবা সমূহ প্রদান করবেঃ

- √ শিক্ষকের সাথে আলোচনা
- √ হাজিরা দপ্তরে পাঠানো
- √ পিতামাতার সাথে আলোচনা
- √ পরামর্শকের কাছে পাঠানো
- √ সমাজ সেবা বা মনস্তাত্বিক কর্মীর কাছে পাঠানো
- √ অন্য কোন বাইরের সংস্থায় পাঠানো
- √ অন্যকিছু যা তালিকাভূক্ত নয়

গ) দায়িত্বসমূহ

১. ছাত্ররাঃ

- √ প্রতিদিন সকল ক্লাশে সময়মত যোগদান করা
- √ স্থানীয় বিদ্যলয়ের উপস্থিতিনীতি অনুসরণ করা
- √ সকল অনুপস্থিতির জন্য উপযুক্ত লিখিত কৈফিয়ত পেশ করা
- √ কৈফিয়তযুক্ত অনুপস্থিত থেকে ফেরার ৩ দিনের ভেতর ক্ষতিপূরণের জন্য দায়িত্বশীল হওয়া
- √ অনুপস্থিতির ব্যক্তিগত কোন কারণ থাকলে পিতামাতা বা শিক্ষককে জানানো

২. পিতামাতা / অভিভাবকঃ

- √ ছাত্রের নিয়মিত উপস্থিতির জন্য দায়িত্বশীল হওয়া
- √ যখনই কোন ছাত্র অনুপস্থিত বিদ্যালয়ে জানান
- √ ছাত্রের উপস্থিতি ও শিক্ষাগত উন্নতির জন্য সর্বদা বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করুন
- √ উপস্থিতি নীতিমালা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়কে সহযোগিতা করুন

৩. উপস্থিতি সংস্থাঃ

- √ ছাত্রের শিক্ষাগত অর্জন বৃদ্ধির জন্য দৈনিক উপস্থিতি বাড়ানোর ব্যবস্থা করা
- √ দৃষ্টান্তমূলক উপস্থিতির জন্য বিদ্যালয়ের সাথে সহযোগিতা করা
- √ অন্যান্য সহায়ক কর্মসূচীর সাথে যোগাযোগ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- √ দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতি সমস্যার তদন্ত করা, প্রয়োজনে ৩৬তম কোর্টে পাঠানো

৪. অন্যান্য কর্মচারীরাঃ

- √ ভাল উপস্থিতি তথ্য সংরক্ষণ করা
- √ ভাল উপস্থিতির লক্ষ্যে উপস্থিতি দপ্তরের ব্যক্তিবর্গ, পরামর্শক, ছাত্র ও পিতামাতকে সহযোগিতা করা
- √ ছাত্রদেরকে উপস্থিতি নীতিমালা অবিহিত করা
- √ যখন ছাত্রের উপস্থিতি সমস্যা ধরা পড়ে তখন পিতামাতকে জানানো এবং এর তথ্য সংরক্ষণ করা
- √ দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতি সমস্যাগূলি হাজিরা দপ্তরে পাঠানো

II. বিদ্যালয়ের সীমানাঃ

এই ছাত্র আচরণ বিধি বর্তাবে স্কুলের সীমানায়, স্কুলের বাসে, স্কুলের ফিলড ট্রিপে, স্কুল সম্পর্কীয় কার্যক্রমে ও স্কুলে যাতায়াতে। স্কুল ভবনের বাইরের ঘটনা স্বতন্ত্রভাবে দেখতে হবে। বিশেষ বিবেচনা দেয়া হবে কোন ছাত্র স্কুলের নিকটবর্তী হলে, স্কুল ভবন ত্যাগের সময়ের পর, স্কুলের কোন বিবাদ সম্পর্কীয়, বাড়ী ফেরার পথে কোন রেষ্টুরেন্টে বা দোকানে এবং ছাত্র তার পিতামাতার কাছে ফেরার সময়।

ছাত্রদেরকে জানানো যাচ্ছে যে ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের সকল কর্মচারীর জন্য এই আচরণ বিধি অনূসরণ করা বাধ্যতামূলক। যখনই কোন কর্মচারী লক্ষ্য করবে কোন অগ্রহণযোগ্য আচরণ তখনই তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণে থাকবে ছাত্রকে শামলানো, অন্য কর্মচারীর সাহায্য নেয়া বা প্রশাসনকে জানানো।

এই আচরণ বিধির সাথে পরিচিত হওয়া ছাত্রদের, কর্মচারীদের এবং পিতামাতার দায়িত্ব। ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের দায়িত্ব হল পিতামাতাকে এই আচরণ বিধি অবহিত করা। যখনই কোন পিতামাতা উল্লেখ করা হবে এর অর্থ হলো অভিভাবক।

যখনই কোন ছাত্র কোন অগ্রহণযোগ্য আচরণে লিপ্ত হবে তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো তাকে সংশোধণ করা।

- এই আচরণ বিধি মিশিগান সংশোধিত স্কুল কোড ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী লেখা হয়েছে। যখনই ছাত্রদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংশোধন করা হবে তখনই তা হাল নাগাদ করা হবে।

III. ক্ষমতা প্রাপ্তির বিবরণঃ

শিক্ষা বোর্ড ও জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টে/তার নিয়োজিত ব্যক্তিঃ

শিক্ষা বোর্ড ও জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টে/তার নিয়োজিত ব্যক্তির এক্তিয়ার রয়েছে প্রশাসনিক আইন, নিয়ন্ত্রণ, পন্থা, ছাত্রদের অধিকার, দায়িত্ব ও উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু তৈরী করার। এই দলিলে ছাত্রদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ, উপযুক্ত পন্থা ও আপিল সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। **এই আচরণ বিধি দেখার জন্য কর্মচারী, ছাত্র ও পিতামাতা স্কুলে পাবে।**

প্রিন্সিপালঃ

এই আচরণ বিধি বাস্তবায়নে প্রিন্সিপাল, পরিচালক বা দায়িতশীল্ প্রশাসক সম্পূরক আইন নিয়ন্ত্রণ ও পন্থা অবলম্বন করতে পারবেন। কিন্তু ইহা এই আচরণ বিধির বিকল্প হবে না।

IV. ছাত্রদের দায়িত্বসমূহঃ

ক) অংশগ্রহণঃ

ছাত্রদের দায়িত্ব হলো শিক্ষা গ্রহণে অংশ গ্রহণ করা। কর্মের প্রস্তুতিসহ ছাত্ররা স্কুলে ও সকল ক্লাশে যথাসময়ে উপস্থিত হবে। ছাত্ররা শিক্ষাদানের সময় মনযোগী হবে। সাধ্য অনুযোয়ী কাজ শেষ করবে ও প্রয়োজন হলে সাহায্য চাইবে।

খ) আচরণঃ

ছাত্রদের দায়িত্ব হলো নিজের ও অন্য ছাত্রের শিক্ষা গ্রহণকে যা বাধা গ্রস্থ করে তা পরিহার করা। ছাত্ররা অবশ্যই সহযোগিতা করবে, পুস্তক, অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংরক্ষণে ও শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য। বিশেষতঃ ছাত্ররা এই আচরণ বিধি লংঘন করা থেকে বিরত থাকবে। বিদ্যালয়ের সম্পত্তিতে অবৈধ কার্যক্রমের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধি গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ) শিক্ষকের প্রতি সম্মানঃ

শিক্ষকদের জ্ঞান ও ক্ষমতার জন্য সম্মান প্রদর্শন করা ছাত্রের দায়িত্ব। ছাত্রদের অবশ্যই যথাযথ নির্দেশ মানতে হবে, ভদ্র ভাষা ব্যবহার করতে হবে, আচরণ বিধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত মানতে হবে। কর্মচারী দেরকে শারিরীক আঘাত কোন অবস্থায়ই বরদাস্ত করা হবে না।

ঘ) ছাত্রদের প্রতি সম্মানঃ

ছাত্রদের দায়িত্ব হলো অন্য ছাত্রের অধিকার ও মানবিক মূল্যবোধকে সম্মান করা। যেমন খারাপ নামে ডাকা, মারামারি করা, অপমান করা, বিব্রত করা বা অন্যের ক্ষতি করতে চেষ্টা করা।

V. ছাত্রের অধিকারঃ

মিশিগান আইন (এম সি এল ৩৮০১৩১২) দ্বারা ছাত্রদেরকে শিক্ষকের বেআইনী দৈহিক শাস্তি থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

ক) শৃঙ্খলার জন্য স্বচ্ছ প্রশাসনঃ

ডেট্রয়েট পাবলিক স্কুলস শিক্ষা বোর্ডে কোন ব্যক্তিকে কোন কর্মসূচী ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা নিয়োগে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, শারিরীক অক্ষমতার জন্য বৈষম্য করা হবে না।

খ) ক্ষতিপূরণের নীতিমালাঃ

নিম্নের শৃঙ্খলা মূলক কাজের জন্য ছাত্রকে স্কুল থেকে বিরত রাখা হবেঃ

- স্বল্পকালীন বরখাস্ত
- প্রশাসনিক বদলী
- দীর্ঘকালীন বরখাস্ত (৯-১২ শ্রেণী)
- বহিস্কার পুনঃ বিবেচনা

তারাই নিম্নের রূপরেখা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্যঃ

ক্ষতিপূরণের কাজ প্রিন্সিপালের দ্বারা পিতামাতাকে দেওয়া হবে।

যা হোক শুনানীর চিঠিতে যাকে চিহ্নিত করা হবে তার মাধ্যমে কাজের অনুরোধ করতে হবে। স্কুল থেকে বিরত থাকার ২ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ কাজ প্রদান করা হবে। পিতামাতার দায়িত্ব হলো ক্ষতিপূরণ কাজ সংগ্রহ করা ও ফেরত দেয়া। নূতন কাজ দেয়ার পূর্বে এই কাজ ফেরত দিতে হবে। পিতামাতারা অবশ্যই পরীক্ষিত কাজ গূলো ফেরত নিবেন।

স্বল্পকালীন বরখাস্তের সময় যারা শিক্ষাগত বরাদ্ধকৃত কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা এর ক্ষতিপূরণ কাজের সুযোগ পাবে। স্বল্পকালীন বরখাস্তের নির্দিষ্ট তারিখের পর যারা ১-৫ দিন অনুপস্থিত থাকবে তারা এই সুযোগ পাবে না। পূনরায় স্কুলে আসার ৩দিনের মধ্যে সমস্ত ক্ষতিপূরণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে। অনুমোদিত দীর্ঘকালীন বরখাস্তের একজন ছাত্রও এই সুযোগ পাবে। যে স্কুল থেকে দীর্ঘকালীন বরখাস্তে একজন ছাত্র থাকে সে নির্দিষ্ট সময় পরে অবশ্যই সেই স্কুলে যাবে (৯-১২ শ্রেণী)।

একজন ছাত্র প্রিন্সিপাল কর্তৃক প্রশাসনিক বদলীর জন্য সুপারিশকৃত অন্য স্কুলে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ কাজের সুযোগ পাবে। বহিষ্কার শুনানি কর্মকর্তার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একজন বহিষ্কারের অপরাধী ক্ষতিপূরণ কাজের সুযোগ পাবে। যখনই শৃঙ্খলামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার যোগ্য ছাত্রের পরীক্ষা নিতে হবে তখন তা হবে প্রিন্সিপাল কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে। বিলম্বের কারণে ছাত্র যে শিক্ষাগত কাজে ব্যর্থ হয়েছে এর কোন ক্ষতিপূরণ নাই।

গ) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাঃ

১. বিশ্বাস ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাঃ

গ্রহণ যোগ্যভাবে বিশ্বাস ও মত প্রকাশের অধিকার সব ছাত্রের আছে। যা হোক এই স্বাধীনতা মৌখিক, সাঙ্গেতিক বা লিখার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা দলকে আক্রমনাত্বক নিন্দাবাদ, অশ্লীল হবে না। বদনাম করা, বানিজ্যক উদ্দেশ্যে বা গৃত্র, লিঙ্গ ও ধর্ম সম্পর্কীয়, স্বাস্থ্য বা শিক্ষার জন্য ক্ষতিকর হবে না। লিখিত প্রকাশের সময় প্রকাশকের নাম থাকতে হবে।

ছাত্রের অগ্রাহ্য করারও আধিকার থাকবে। এই অগ্রাহ্য করা অন্য আধিকারকে ব্যাহত করবে না। এই অগ্রাহ্য করার আধিকার বর্তাবে না বসায়, সমবেত হওয়ায়, সিড়ি বা হলের রাস্তায়, প্রবেশ পথে ও বাহিব হওয়ার পথে বাধা দেয়ার বেলায়।

২. ছাত্রদের পোষাকঃ

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ডেট্রয়েট শিক্ষা বোর্ড নিদিষ্ট পোষাক নীতি গ্রহণ করেছে। শ্রেণীকক্ষে যাতে শিক্ষা প্রদান বাধাগ্রস্থ না হয় ও নিরাপত্তার বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্ররা যাতে এই নীতি মেনে চলে তা পর্যাবেক্ষণ করার অধিকার শিক্ষা বোর্ডের রয়েছে। পোষাক নীতি মানার জন্য বরখাস্ত করা থেকে জেলা বিরত থাকবে।

কে-১২ শ্রেণী পর্যন্ত পোষাকঃ

সকল ছাত্রকে ছাত্রের বিদ্যালয়ের ও জেলার ভাবমূর্তি প্রকাশের জন্য উপযুক্ত পরিপাটি পোষাক পরিধান করতে হবে।

সকল ছাত্রকে সর্বদা সার্ট ভিতরে ঢুকিয়ে পেন্ট পড়তে হবে। তবে যদি এরূপ করে পোষাক তৈরী না হয়ে থাকে তবে বাহিরে পড়লে বা পেন্ট না পড়লে চলবে।

জেলার জন্য নির্দিষ্ট কোন কাপড় নেই। পোষাক নীতিমালা অনুযায়ী নির্দিষ্ট রংয়ের হতে হবে।

পেন্ট বা পায়জামাঃ

- √ রংঃ খাকি, নেভি ব্লু, বা কাল।
- √ ধরণঃ ঠিকমত কোমরে লাগে, লম্বা এবং সামনের অংশ চেপ্টা হতে হবে।
- √ সামগ্রীঃ সূতী, লাইনেল, পলিষ্টার বা পশমী।

উপরের অংশঃ

- √ সার্ট ও ব্লাউসে খাড়া গলা ও বোতাম থাকবে। উপরের পোষাক অবশ্যই পেন্ট, পায়জামা বা স্কার্টের ভিতরে পড়তে হবে।
- √ রংঃ সবটা সাদা, নীল, কাল, হলুদ পড়বে।
- √ ধরণঃ কলার ওয়ালা ছোট হাত বা লম্বা হাত।
- √ লগঃ কোন ট্রেড মার্ক ১ ইঞ্চির বেশী হবে না। তবে ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয়ের লগের অনুমতি আছে তবে কোন নির্দিষ্ট আকার নাই।

স্কার্টঃ

- √ রংঃ খাকি, নেভি ব্লু, বা কাল।
- √ ধরণঃ অবশ্যই হাটু পর্যন্ত লম্বা হতে হবে।

জ্যাকেট এবং সোয়েটারঃ

- √ রংঃ পোশাকের রঙ্গের সাথে মিলতে হবে।
- √ ধরণঃ কলার সার্টের উপরে পড়তে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হুড থাকবে না।

জুতাঃ

- √ ধরণঃ যে কোন বন্ধ জুতা, খেলার বা পোষাকের সাথের জুতা।
- √ চটি জুতা অগ্রহণীয়।

কে-১২ শ্রেনী পর্যন্ত অগ্রহণীয় পোষাকঃ

- √ কোন পোষাক, স্কার্ট দাড়ানো অবস্থায় হাতের আঙ্গুল থেকে ছোট হবে না।
- √ যে পোষাক দ্বারা পেট বা কোমর দেখা যায়।
- √ রাত্রের শয়ন কালীন কোন পোষাক পায়জামা বা ভিতরের গেঞ্জি।
- √ ছাত্রের পোষাকে ড্রাগ, মদ, ধুমপান, যৌন বা বিদ্বেষমূলক কোন ছবি থাকতে পারবে না।
- √ কোন কোন পরিচ্ছদও অস্ত্র যেমন চেইন বেলট ইত্যাদি।
- √ অশ্লীল কোন অলংকার যা শিক্ষার পরিবেশকে দূষিত করে।
- √ ধর্মীয় কারণ ছাড়া টুপি, হ্যাট ইত্যাদি মাথায় পরিধান করা।
- √ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন সেন্ডেল, লোহার জুতা বা বুট।
- √ চেহারার অলংকার বা দৃশ্যমান ছিদ্রিত অলংকার জিহ্বায়।

৯-১২ শ্রেণীর জন্য আরও প্রয়োজনীয়ঃ

<u>পরিচয় চিহ্নঃ</u>

মাধ্যমিক ছাত্রদেরকে স্কুলে বা অন্য কার্যক্রমে পরিচিতি চিহ্ন পরিধান করতে হবে যা ছাত্রের সামনের দিকে পরিস্কারভাবে দৃশ্যমান হবে।

<u>পোষাক নীতি থেকে অব্যাহতির অনুরোধঃ</u>

ধর্মীয় আপত্তির কারণে কোন পিতামাতা বা অভিভাবক বাধ্যতামূলক পোষাক পরিধান থেকে অব্যাহতির অনুরোধ করতে পারবেন।

ঘ) অযৌক্তিক অনুসন্ধান ও জব্দকরণের স্বাধীনতাঃ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী অনুযায়ী সকল ছাত্রের অযৌক্তিক অনুসন্ধান ও জব্দকরণের স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। যে সমস্ত মালামাল জব্দ করা হবে এর একটি স্বাক্ষরিত তালিকা দিতে হবে।

স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থানীয়, রাজ্য ও জাতীয় আইন অনুযায়ী যৌক্তিক তল্লাশী ও জব্দকরণ করতে পারবেন। যৌক্তিক তল্লাশী ও জব্দকরণে নিম্নের বিষয় গূলো থাকবে ঃ-

১. লকার, টেবিল বা অন্যান্য জায়গা তল্লাশীঃ

স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাত্রকে বরাদ্ধকৃত সম্পত্তি কর্তৃপক্ষেরই থাকবে এবং এর যৌথ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। আইন অনুযায়ী ছাত্রকে বরাদ্ধকৃত লকার, টেবিল বা অন্যান্য জায়গা তল্লাশী যোগ্য।

এই সমস্ত তল্লাশীতে অন্ততঃ দুই জন শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন। ছাত্রের সম্মতি থাকুক বা না থাকুক, সে উপস্থিত থাকুক না থাকুক স্কুল কর্তৃপক্ষের অধিকার রয়েছে তল্লাশী করার।

২. ছাত্রের ব্যক্তিগত জিনিস তল্লাশীঃ

প্রিন্সিপাল/নিয়োজিত ব্যক্তি যদি সন্দেহ করেন যে আচরণ বিধি ও স্কুল আইন অনুযায়ী এমন কোন জিনিস ছাত্র বহন করছে যা অবৈধ ও নিষিদ্ধ তখন তারা তাকে ব্যক্তিগতভাবে তল্লাশী করতে পারবেন।

প্রিন্সিপাল/নিয়োজিত ব্যক্তি তল্লাশীতে প্রাপ্ত অবৈধ ও নিষিদ্ধ জিনিস জব্দ করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জব্দকৃত জিনিস অবৈধ নয় তবে আচরণ বিধি লংঘন করেছে, তা ১০ দিনের মধ্যে পিতামাতাকে ফিরত দিবেন। অবৈধ ও নিষিদ্ধ জিনিস দেখানো, পকেট খালি করা, পোষাক ও ব্যক্তিগত জিনিস তল্লাশীর আওতায় পড়ে।

> শারিরীক তল্লাশী শুধুমাত্র অবৈধ জিনিসের জন্য প্রযোজ্য। যতটুকু সম্ভব অন্য ছাত্রের উপস্থিতি ছাড়া শারিরীক তল্লাশী করতে হবে। ছাত্র যে লিঙ্গের সেই লিঙ্গের ব্যক্তি দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে শারিরীক তল্লাশী করতে হবে।

যেখানে গ্রহণযোগ্য কারণ রয়েছে যে, ছাত্র মারাত্মক অস্ত্র বহন করছে যা শারিরীক জখমে সক্ষম এবং ছাত্র তল্লাশী করতে দিচ্ছে না তখন স্কুল প্রশাসক তাকে আটকাবেন, পুলিশকে জানাবেন এবং জরুরী ভিত্তিতে বরখাস্ত করবেন।

> বিবস্ত্র করে তল্লাশী স্কুলের কোন ব্যক্তি করতে পারবে না। যেখানে গ্রহণযোগ্য কারণ রয়েছে যে, ছাত্র মারাত্মক অস্ত্র বহন করছে যা শারিরীক জখমে সক্ষম এবং ছাত্র তল্লাশী করতে দিচ্ছে না তখন স্কুল প্রশাসক তাকে আটকাবেন, পুলিশকে জানাবেন এবং জরুরী ভিত্তিতে বরখাস্ত করবেন।

৩. ধাতবীয় অনুসন্ধানঃ

আইনানুযায়ী কর্তৃপক্ষ দিনের যে কোন সময় ধাতবীয় অনুসন্ধানের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত।

৪. পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ছাত্রের অধিকারঃ

দাপ্তরিক কারণে পুলিশ বা কোর্টের প্রতিনিধি ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি প্রিন্সিপাল দিতে পারবেন। ছাত্রকে আইন অনুযায়ী অনুসন্ধান বা গ্রেপ্তার করতে পারবে। এই অবস্থায় প্রিন্সিপাল বা তার প্রতিনিধির সামনে ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। প্রিন্সিপাল বা তার প্রতিনিধি পিতামাতারকে জানাবেন, সম্ভব হলে তারাও উপস্থিত থাকবেন।

VI. বাঞ্ছনীয় ও বর্জনীয় আচরনঃ

ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে এবং কোন ছাত্রই শিক্ষা কার্যক্রমে বাধাদানের অধিকার নেই।

স্কুলে, স্কুলের কার্যক্রমে, স্কুল বাসে বা স্কুলে যাতায়াতে কোন ছাত্র অন্য ছাত্রকে নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না বা কোন সম্পদ ধ্বংশ করতে পারবেনা। যখন কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তখন ছাত্রের স্বার্থকেই প্রধান্য দিতে হবে। অপরাধের ধরণ অনুযায়ী বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক সংঘবদ্ধ কার্যক্রম চিহ্নিত হবে নিম্নরূপঃ

- √ একটি সাধারণ নাম বা সঙ্গেত ব্যবহার
- √ অন্যদের বর্জন করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ
- √ সচরাচর অসামাজিক বা অপরাধ কর্মে জড়িত

এই সংঘবদ্ধ কার্যক্রম বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয় মাঠে ও বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালে বরদাস্ত করা হবে না।

এই আচরন বিধিতে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপরাধকে ৩ স্তরে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নের অগ্রহণীয় আচরণই সব নয়। যদি কোন ছাত্র এমন অসদাচরণ করে যা তালিকাভূক্ত নয় তবুও তা শাস্তির আওতায় পড়বে। সমস্ত অবৈধ কার্যক্রম যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

এ. স্তরের অপরাধসমূহঃ

এ০১) অবাধ্যতাঃ

কোন ছাত্র কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য বা অবজ্ঞা করতে পারবে না। পুস্তক খুলতে, লির্ধারিত লেখা লেখতে, অন্য ছাত্রের সাথে কাজ করতে, দলবদ্ধ কাজে, পরীক্ষা গ্রহণে, স্কুল সম্পর্কীয় কার্যক্রমে, হলের রাস্তা ত্যাগ করতে অমান্য করলে, শিক্ষক থামতে বললে পালালে - অবাধ্যতার শামিল।

এ০২) নিজস্ব পরিচয় দিতে অস্বীকার করলেঃ

নিজস্ব পরিচয়পত্র দেখাতে বা নিজের সঠিক নাম দিতে অস্বীকার করলে বা অন্যের নাম বা পরিচয় ব্যবহার করলে।

এ০৩) ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শনঃ

যে কোন ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন যা শিক্ষাকে ব্যাহত করে বা এমন ভাবে করা হয় যা আইন লংঘন করে।

এ০৪) স্কুল পালালেঃ

বিদ্যালয়, পিতামাতা/অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে স্কুলের নির্ধারিত ক্লাশে বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে।

এ০৫) পেজার, সেল ফোন বা অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি যা বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তা ব্যবহার নিষিদ্ধঃ

ইহা ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের নীতি, ছাত্ররা স্কুলে পেজার বা সেল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। স্কুলে, পার্কিং স্থানে, ব্যায়ামাগারে, হলে, খাবার স্থানে, ক্লাশ রোমে বা বাসে এই গুলো ব্যবহার সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ। বাজেয়াপ্তকৃত পেজার, সেল ফোন বা অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি পিতা মাতাকে ফেরত দেয়া হবে। ইহা পিতা মাতার দায়িত্ব, এগূলো উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে সেল ফোন ছাত্রের সাথে রাখতে পারবে না। এর ব্যতিক্রম হলে সেল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হবে। তবে বন্ধ করে লকারে বা ব্যাগে সেল ফোন রাখা যাবে।

এ০৬) বিদ্যালয়ের মালামাল / যন্ত্রপাতির অবৈধ ব্যবহারঃ

কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া বিদ্যালয়ের মালামাল / যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা।

এ০৭) প্রতারণা/শিক্ষাগত দূর্ব্যবহারঃ

কোন ছাত্র কোন অবস্থায়ই অন্যের নকল, প্রতারণা বা অন্যের শিক্ষাগত জিনিসপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করবে না।

এ০৮) উচ্ছৃঙ্খল আচরণঃ

অন্যের শিক্ষাগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে এমন আচরণ কোন ছাত্র করতে পারবেনা। তা হতে পারে কথা বলা, শব্দ করা, জিনিস ছোড়া ইত্যাদি। শিক্ষকের শিক্ষাদানে বিলম্ব বা বাধার সৃষ্টি করলেও তা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ।

এ০৯) অপ্রযোজ্য অভিব্যক্তিঃ

ছাত্ররা কোন অপ্রযোজ্য অভিব্যক্তি প্রদর্শন করবেনা যেমন চুমু দেয়া বা দীর্ঘক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখা।

এ১০) বিনা অনুমতিতে স্কুল ত্যাগঃ

কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ছাত্ররা স্কুল ভবন, ক্লাশ রোম, খাবার স্থান ও বরাদ্ধকৃত স্থান ত্যাগ করতে পারবে না।

এ১১) অনধিকার প্রবেশঃ
নির্দিষ্ট পথ ছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত অন্য পথে স্কুলে প্রবেশ করবে না। বরখাস্তকৃত বা বহিস্কৃত কোন ছাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত স্কুলের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রথম স্তরের অপরাধের জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাঃ

১. স্বল্পকালীন বরখাস্ত
২. দীর্ঘকালীন বরখাস্ত
৩. প্রশাসনিক বদলী

একই স্কুলে একই শিক্ষাবর্ষে প্রথম স্তরের মোট ৫টি অপরাধের জন্য (৯-১২ শ্রেনী) ছাত্রের দীর্ঘকালীন বরখাস্ত বা প্রশাসনিক বদলী।

একই স্কুলে একই শিক্ষাবর্ষে প্রথম স্তরের মোট ৪টি অপরাধের জন্য (৯-১২ শ্রেনী) ছাত্রের দীর্ঘকালীন বরখাস্ত বা প্রশাসনিক বদলী।

ঘটনার দিন থেকে শূণ্য দিন গুণতে হবে।

পিতামাতা এই সিদ্ধান্তের জন্য আপিল করতে পারবেন।

বি. দ্বিতীয় স্তরের অপরাধসমূহঃ

বি০১) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি/জোর প্রদর্শনের হুমকীঃ
কথা বা কাজে এমন হুমকী দেয়া যা কাউকে আঘাত করতে পারে বা নিরাপত্তার জন্য ভীতি প্রদর্শন করে। এর জন্য শারিরীক আঘাতের কোন প্রয়োজন নেই।

বি০২) অন্য কোন ক্ষতিকারক বস্তু বহন করাঃ
এই ক্ষতিকারক বস্তুর মধ্যে রয়েছে বিস্ফোরক, ফটকাবাজি, মুগূর, মরিচগূলা বা অন্যান্য উত্তেজক।

বহন করার অর্থ হলোঃ

- √ সাথে রাখা; বা
- √ ছাত্রের ব্যবহৃত লকার বা টেবিলে রাখা; বা
- √ স্কুলে বা খেলার মাঠে কোন অস্ত্র লুকিয়ে রাখা; বা
- √ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত অন্যকে নিজের জায়গায় অস্ত্র রাখার অনুমতি দেয়া।

বি০৩) অবৈধ ও সংরক্ষিত জিনিস রাখা বা ব্যবহার করাঃ

অবৈধ ও সংরক্ষিত জিনিস যেমন-তামাক, এলকহল, নেশা জাতীয়, আইনতঃ নিষিদ্ধ ঔষধ, কোলা বাজারের ঔষধ, ব্যবস্থাপত্রহীন ঔষধ ছাত্রের কাছে থাকলে। (একই স্কুলে একই শিক্ষাবর্ষে বি০৩ অপরাধে দ্বিতীয়বার দায়ী হলে সি১৬ যা বহিস্কার যোগ্য।) ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহ তাকে বরখাস্ত বা বহিস্কারে বাধা দিবে না।

বি০৪) চুরি, ডাকাতি বা ভেঙ্গে প্রবেশ করাঃ

১০০ ডলারের কম মুল্যের টাকা বা সম্পদ নিয়ে গেলে বা ভেঙ্গে স্কুল ভবনে, যানবাহনে, সম্পত্তিতে, অফিসে, গুদামে ও অন্যস্থানে প্রবেশ করলে।

বি০৫) ভবঘুরে ও অনধিকার প্রবেশঃ

স্কুলে বা স্কুল মাঠে প্রশাসনের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ।

বি০৬) বলপ্রয়োগ, দমন বা ধোকাঃ

ইচ্ছার বাইরে বা জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শন করে কারও কাছ থেকে টাকা বা সম্পদ নেয়া।

বি০৭) সম্পদের বিকৃতি সাধনঃ

কোন ছাত্র ইচ্ছাকৃতভাবে স্কুলের বা কোন ব্যক্তির সম্পদের বিকৃতি বা ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। যেমন স্কুলের বাইরে লিখা, টেবিল বা দেয়ালে লিখা, কাঠের টেবিল কাটা ও রং ছিটানো।

বি০৮) স্কুলের কাউকে কাজে বাধা দেয়াঃ

স্কুলের কাউকে তার আইনানুগ কাজে বাধা দেয়া বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করা হুমকী বা হয়রানির মাধ্যমে।

বি০৯) ছাত্রদেরকে স্কুলে গমণাগমণে, স্কুলের ভিতরে, বাসার যাতায়াতে বা নির্দিষ্ট কাজে বাধা দেয়াঃ

এমন কোন কাজ যা ছাত্রের নিয়মিত পরিবহনে যাতায়াতে, স্কুলের সময়ে গমণাগমণে, স্কুলের নির্দিষ্ট স্থানে চলাচলে ভয় বা ঝুকির সৃষ্টি করে।

বি১০) হয়রানিঃ

অযৌন হয়রানিঃ কোন কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তির সাথে এমন আচরণ করা যা তার অনুভূতিকে আঘাত করে। যৌন হয়রানিঃ অনাকাঙ্খিত যৌন আচরণ, মৌখিক বা শারিরীক যৌন মিলনঃ

- √ যে হয়রানি ছাত্রের শিক্ষাগ্রহণে প্রতিবন্ধক
- √ যা বিপজ্জনক ও নোংরা শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করে; বা
- √ যা মারাত্মকভাবে ছাত্রের শিক্ষা সুযোগকে বাধাগ্রস্থ করে।

বি১১) জুয়াখেলাঃ

এমন খেলায় অংশগ্রহণ করা যাতে টাকা বা লাভের সুযোগ রয়েছে।

বি১২) স্কুল ভবনে অনঅনুমোদিত লোকের প্রবেশঃ

যে কোন বন্ধ দরজা বা পর্যবেক্ষণহীন রাস্তা যা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তা দিয়ে স্কুল ভবনে অনঅনুমোদিত লোকের প্রবেশে জেনে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে সাহায্য করা।

বি১৩) কটুক্তি করাঃ

গালাগালি, বর্ণ ও গোত্রের কলঙ্ক ও মান হানিকর বক্তব্য যা অন্যকে অপদস্ত করে।

বি১৪) বলপ্রয়োগ / হয়রানি / ভীতি প্রদর্শনঃ

কোন অস্ত্র প্রদর্শন বা শারিরীক আঘাত ছাড়া কোন ছাত্রকে শব্দের দ্বারা উসকানি দিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষতির ভয় দেখানো।

বি১৫) জালিয়াতি / ভূল তথ্য প্রদানঃ

ইচ্ছাকৃত ভাবে স্কুলকে ভূল তথ্য প্রদান করা বা কোন দলিলে অন্যের স্থানে দস্তখত করা।

বি১৬) প্রযুক্তির অপব্যবহারঃ

অনঅনুমোদিত ভাবে কম্পিউটার হার্ডওয়ার বা সফ্টওয়ার ব্যবহার, বোঝাই কপি, ইন্টারনেট সংযোগ, ভাইরাস সংক্রমণ করা। অপরাধ করার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার আচরণ বিধি অনুযায়ী অপরাধ।

বি১৭) জখম ছাড়া মারামারিঃ

অন্য ছাত্রের উপর এমন বল প্রয়োগ যাতে মারাত্মক কোন জখম না হয়।

বি১৮) অস্পষ্টতাঃ

এমন কোন কাজ যা ছাত্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, শারিরীক বা মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করে, অপ্রস্তুত করে, অবমাননা করে তার ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক।

বি১৯) অন্যান্য নিষিদ্ধ আচরণঃ

অন্য যে কোন কাজ যা নগর, রাজ্য বা জাতীয় আইনে অপরাধ।

দ্বিতীয় স্তরের অপরাধের জন্য নিন্মের শৃঙ্খমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

১. স্বল্পকালীন বরখাস্ত
২. দীর্ঘকালীন বরখাস্ত (৯-১২ শ্রেণী)
৩. প্রশাসনিক বদলী

- √ একই স্কুলে একই শিক্ষাবর্ষে প্রথম স্তরের মোট ২টি অপরাধের জন্য (৯-১২ শ্রেণী) ছাত্রের দীর্ঘকালীন বরখাস্ত বা প্রশাসনিক বদলী।
- √ প্রথম স্তরের মোট ৩টি অপরাধ এবং দ্বিতীয় স্তরের ১টা অপরাধের জন্য দীর্ঘকালীন বরখাস্ত বা প্রশাসনিক বদলী।

√ ঘটনার দিন থেকে শূণ্য গণনা হবে।

√ পিতামাতা এই সিদ্ধান্তের জন্য আপিল করতে পারবেন।

সি. ৩য় স্তরের অপরাধসমূহঃ

সি০১) আগ্নেয়াস্ত্র বহন করাঃ
আগ্নেয়াস্ত্র যেমন হ্যান্ডগান, সটগান, জিপগান, পিস্তল, পিলেটগান, বিবিগান, খেলনা বন্দুক ইত্যাদি বহন করা।

সি০২) চাকু বহন করাঃ
যে কোন ধরণের চাকু লম্বা, সোজা, বক্স কাটার বা চাকু সদৃশ অন্য কোন অস্ত্র বহন করা।

সি০৩) অন্যান্য মারাত্বক অস্ত্র বহন করাঃ
বন্দুক বা চাকু ছাড়া অন্যান্য অস্ত্র বহন করা যা মারাত্মক আঘাতে সক্ষম বা মৃত্যু ঘটায়।

সি০৪) কোন অস্ত্র ব্যবহার বা কোন জিনিসকে অস্ত্ররূপে ব্যবহারঃ
কোন অস্ত্র ব্যবহার বা কোন জিনিসকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার হলো নিম্নরূপঃ

√ কোন অস্ত্র বা মারাত্মক জিনিস কর্মচারী বা ছাত্রকে মারার জন্য ব্যবহার।

√ মারামারির সময় কোন অস্ত্র ব্যবহার।

√ অস্ত্র বা মারাত্মক জিনিস দ্বারা কাউকে হুমকী দেয়া।

√ চুরি করার সময় অস্ত্র বা মারাত্মক জিনিস ব্যবহার করা।

√ অস্ত্র বা মারাত্মক জিনিস দ্বারা বলপ্রয়োগ করা বা বাধ্য করা।

√ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা।

সি০৫) কোন কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক বা ঠিকাদারকে শারিরীক নির্যাতনঃ
কোন কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক বা ঠিকাদারকে শারিরীক নির্যাতন অর্থ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে, প্রয়াসের মাধ্যমে বা অন্যভাবে শক্তি প্রয়োগ করা।

সি০৬) সম্পদের ক্ষতিসাধনঃ
ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বা সত্যিকারভাবে সম্পদের ক্ষতি সাধন করা যা স্কুল কার্যক্রম ও পরিচালনায় ব্যঘাত সৃষ্টি করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

√ ভৌত অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন

√ এমন অবস্থা যাতে স্কুল খালি করতে হয়

√ স্কুলের কার্যক্রম চালানো অসম্ভব হয়

সি০৭) চুরি করা বা চুরিকৃত মাল গ্রহণ করাঃ
মালিক নন এমন জিনিস, যার মূল্য ১০০ ডলার বা ততোধিক কোন ছাত্রের বিনাঅনুমতিতে নেয়া।

সি০৮) অগ্নিসংযোগঃ

স্কুলের সম্পত্তি, স্কুলের ঠিকাদারের সম্পত্তি, স্কুলের কর্মচারীর সম্পত্তি, ইত্যাদিতে ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষ পরায়ন হয়ে অগ্নিসংযোগ করলে।

সি০৯) নিয়ন্ত্রিত ও অবৈধ জিনিস বিক্রয়/বিলানোঃ

অন্য কারও কাছে নিয়ন্ত্রিত ও অবৈধ জিনিস বিক্রয়/বিলানো বা চেষ্টা করা। ছাত্রের কাছে কোন নিয়ন্ত্রিত ও অবৈধ জিনিস উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাওয়া গেলে তাকে দায়ী করা হবে।

সি১০) শারিরীকভাবে অন্য ছাত্রকে আঘাত করাঃ

ইচ্ছাকৃত শারিরীকভাবে অন্য ছাত্রকে আঘাত করা বা চেষ্টা করা যাতে তার ক্ষতি হয়। দলবদ্ধভাবে একাজে অংশগ্রহণ করা শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

সি১১) যৌন অপরাধঃ

যৌন অপরাধ বলতে কারও গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করানো বা স্পর্শ করা। ইহা সম্মতিতে বা অসম্মতিতে অপরাধ হতে পারে। বিনা অনুমতিতে কারও গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করানো বা স্পর্শ করা অপরাধ। ইহা অপরাধ, সম্মতি থাকুক বা না থাকুক যখন (১) ১৬ বছরের নীচের কারও সাথে যৌন আচরন করা হয়, (২) ১৩ বছরের নীচের কারও যৌন স্পর্শ করা, (৩) ৫ বছরের অধিক বয়সী কেউ ১৩, ১৪ ও ১৫ বছরের কাউকে যৌন স্পর্শ করলে। স্কুলের কর্মচারীরা অবশ্যই জানাবে প্রিন্সিপাল বা তার প্রতিনিধিকে যখনঃ

- √ কোন ছাত্র অন্য ছাত্রের স্তনে বা নিতম্বে ধরে।
- √ ১৬ বছরের কম বয়সী মৌখিক যৌন করে বা গ্রহণ করে।

সি১২) সম্মতিতে যৌন অসদাচরণঃ

কারও প্রতি প্রেম প্রদর্শন করা, যৌন সঙ্গম করা, মৌখিক যৌন করা; ইচ্ছাকৃতভাবে যৌনাঙ্গে, উরুর ভিতরের অংশে, স্তনে বা নিতম্বে ধরা।

সি১৩) জালিয়াতি/প্রতারণাঃ

স্কুলে ধোকা দেয়ার জন্য কোন ছাত্র অন্য ছাত্রের স্বাক্ষর করবে না। কোন ছাত্র অন্য ছাত্রকে মিথ্যা বা ভূল তথ্য দিয়ে প্রতারণা করবে না।

সি১৪) সন্ত্রাসী কর্মকান্ডঃ

কোন কর্মচারী, ছাত্র, স্বেচ্ছাসেবক, ঠিকাদার ও সম্পত্তিতে সন্ত্রাসী কোন ভয় প্রদর্শন করা বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

সি১৫) ভূল এলার্মঃ

অযথা স্কুলের ফায়ার এলার্ম কার্যকর করা, আগুন বা বোমার সংবাদ দেয়া।

সি১৬) অন্যান্য অবৈধ আচরণঃ
অন্যান্য কাজ যা তালিকাভূক্ত হয় নাই কিন্তু সাধারণভাবে অবৈধ আচরণের আওতায় পড়ে।

৩য় স্তরের কোন অপরাধের জন্য নিম্নে বর্ণিত শৃঙ্খলা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১. রাজ্যের সমস্ত সরকারী বিদ্যালয় সমূহ থেকে স্থায়ী ভাবে বহিস্কার।
২. রাজ্যের সমস্ত সরকারী বিদ্যালয় সমূহ থেকে ১৮০ দিনের জন্য বহিস্কার।
৩. প্রশাসনিক বদলী।
৪. নিরাপত্তা দপ্তরের অনুরোধে ছাত্রের বিরূদ্ধে মামলা পরিচালনা করা।

যে ছাত্র ৩য় স্তরের কোন অপরাধের জন্য অপরাধী তাকে সেই স্কুল বরখাস্ত করবে এবং আচরণ বিধি অনুযায়ী বহিস্কারের জন্য পর্যালোচনা করবে।

মিশিগান আইনে (এম সি এল ৩৮০,১৩১১) কোন স্থায়ী বহিস্কারকে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট কোন আইনে পূনর্বহাল করার ব্যবস্থা আছে। এ গূলো হলো - মারাত্মক অস্ত্র, অগ্নিসংযোগ, যৌন অপরাধ স্কুলে বা স্কুলের মাঠে ৬ষ্ঠ শ্রেণী বা তার উপরের ছাত্ররা, কোন কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক বা ঠিকাদারকে শারিরীক নির্যাতন করা।

VII. বরখাস্ত ও বৃত্তিমূলক কেন্দ্রে হাজিরাঃ

যখন কোন ছাত্র বৃত্তিমূলক কেন্দ্রে হাজির হয় তখন তার দায়িত্ব হলো বৃত্তিমূলক কেন্দের পরিচালকের উপর। স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী, বহিস্কার নিজ স্কুলে বা বৃত্তিমূলক কেন্দ্রে কার্যকরি হবে।

VIII. শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাঃ

ক) শিক্ষকের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাঃ

শিক্ষকের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রয়েছে, আচরণ ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার করে ক্লাশ রোমে ভাল আচরণের পরিবেশ তৈরী করা। পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষা সাহায্যকারী, সামাজিক সংস্থা এবং স্কুলের রিসোর্চ কর্ডিনেটিং টিমের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

একজন শিক্ষক যখন মনে করবেন কোন ছাত্র ক্লাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে তখন তাকে ক্লাশ থেকে বাদ দিতে পারবেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করবেন। প্রিন্সিপাল, সহকারী প্রিন্সিপাল, প্রশাসক ও পরামর্শক এর সাথে পরামর্শ করার জন্য শিক্ষক প্রস্তুত থাকবেন।

পরামর্শ সভার পর কিছু সামঞ্জস্য করে এবং অন্ততঃ কর্তৃপক্ষের দুই জন নিশ্চিত করলে শিক্ষক তাকে পুনরায় ভর্তি করতে পারবেন। পিতামাতাকে সাথে সাথে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধারা এবং শৃঙ্খলা মুলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানাতে হবে।

শিক্ষক উক্ত সভায় থাকবেন কিনা তা প্রিন্সিপাল নির্ধারণ করবেন। ছাত্র পুনরায় আসার পূর্বেই সভার সিদ্ধান্ত বা কি কি সামঞ্জস্য গ্রহণ করা হয়েছে তা শিক্ষককে জানাতে হবে। শিক্ষক ছাড়া অন্য কেউ অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাকেও বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

খ) প্রশাসনিক শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাঃ

যখনই শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে তা হতে তা হবে সর্বদাঃ

- √ নির্ভর করে অপরাধের গুরুত্বের উপর।
- √ অপরাধের ধরণ এবং শাস্তির মধ্যে গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক সম্পর্ক থাকতে হবে।
- √ গঠণমূলক উদ্দেশ্যে হবে।
- √ ছাত্রের বয়স, উদ্দেশ্য ও অতীত তথ্য বিবেচনায় রাখতে হবে।
- √ গঠণমূলক পদ্ধতি ও আরসিটিকে ব্যহার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

যে অবস্থা অপরাধের ধরণের জন্য সাথে সাথে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নির্দেশ করে না তখন প্রশাসক বা তার প্রতিনিধি ছাত্রের আচরণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে উৎসাহ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যেমন প্রশাসক অবশ্যই ছাত্রকে সাবধান করবেন যে তার এই আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। বাড়ীর সাহায্য, শিক্ষা সেবাসমূহ বা আরসিটির সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

প্রত্যেক স্কুলের প্রিন্সিপাল, স্কুলের প্রশাসককে স্বল্পকালীন বরখাস্ত নয় এমন শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। প্রতি বছর স্কুল ভবনের নিয়ম ও পদ্ধতি লিখিতভাবে শিক্ষক, পিতামাতা ও ছাত্রদেরকে জানাতে হবে।

যে সমস্ত অপরাধের কারণে কোন ছাত্রকে ক্লাশ থেকে সরিয়ে দিতে হয় তার জন্য নিম্নের পদ্ধতি অনুমোদিতঃ

১. স্বল্পকালীন বরখাস্তঃ

সাময়িকভাবে কোন ছাত্রকে স্কুল ভবন বা স্কুলের কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা। কে-৫ম শ্রেণীর একজন ছাত্রকে ১-৩ দিনের জন্য বরখাস্ত করা যায়। ৬-১২ শ্রেণীর একজন ছাত্রকে ১-৫ দিনের জন্য বরখাস্ত করা যায়। ছাত্রের আচরণ উন্নতির অন্যান্য পন্থা অকার্যকর হলেই শূধু স্বল্পকালীন বরখাস্ত বিবেচনা করা যেতে পারে।

বরখাস্ত থেকে পুনরায় স্কুলে আসার পূর্বে তার আচরণ সমস্যা নিয়ে পিতামাতা/অভিভাবকের সাথে আলোচনা হতে হবে। যদি প্রশাসন এই শূনানীর বন্দোবস্ত করতে না পারে তবে প্রিন্সিপাল এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বা মাপ করে দিবেন।

২. দীর্ঘকালীন বরখাস্ত (৯-১২ শ্রেণী)ঃ

৯-১২ শ্রেণীর কোন ছাত্র সাময়িক বরখাস্ত ৫ দিন বা সর্বোচ্চ ২০ দিন। দীর্ঘকালীন বরখাস্তের পর এই ছাত্রকে পূর্বের স্কুলেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং আরসিটিতে পাঠাতে হবে।

দীর্ঘকালীন বরখাস্ত শূধু উচ্চ বিদ্যালয়ের ষান্মাসের শেষের দিকে হয়।
দীর্ঘকালীন বরখাস্ত প্রশাসনিক বদলীতে রুপান্তরিত হতে পারে না।

৩. প্রশাসনিক বদলীঃ

ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের অন্য কোন বিদ্যালয়ে স্থানান্তর বা সাময়িকভাবে কোন বিকল্প কর্মসূচীতে বা অন্য কোন সংস্থায় প্রেরণ।

প্রশাসনিক বদলী একটি বিরল ঘটনা যা স্বতন্ত্র পর্যালোচনার ভিত্তিতে করা হয়। ছাত্রের অচরণের উন্নতির জন্য শূধু আরসিটি নয় আরও অন্যান্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

যখন কোন ছাত্র প্রশাসনিক বদলীর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকবে তখন যদি অন্যের জন্য বিপজ্জনক না হয় তবে বর্তমান স্কুলে থাকবে। সমস্ত প্রশাসনিক বদলীতে ছাত্রের আচরণ বিধি দপ্তরের পরিচালক বা তার প্রতিনিধির অনুমোদন থাকতে হবে।

যখন কোন ছাত্রকে প্রশাসনিক বদলী করে অন্য স্কুলে পাঠানো হবে তখন সেখানকার আচরণ বিধির তত্বাবধায়ক তার জন্য উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত কোর্সের ব্যবস্থা করবেন। নূতন স্কুল এই প্রশাসনিক বদলীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেনা।

৪. শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যা যা প্রয়োজনঃ

একই স্কুলে একই শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় স্তরের মোট ২টি অপরাধের জন্য (৯-১২ শ্রেণী) ছাত্রের দীর্ঘকালীন বরখাস্ত বা প্রশাসনিক বদলীর (কে-১২ শ্রেণী) জন্য ছাত্রের আচরণ বিধি দপ্তরের পাঠানো যেতে পারে।

১ম ও ২য় স্তরের সম্মিলিত অপরাধের জন্য দীর্ঘকালীন বরখাস্ত বা প্রশাসনিক বদলী হতে পারে। বিশেষতঃ একই স্কুলে একই শিক্ষাবর্ষে ১ম স্তরের মোট ৩টি ও ২য় স্তরের ১টি অপরাধের জন্য (৯-১২ শ্রেণী) দীর্ঘকালীন বরখাস্ত বা প্রশাসনিক বদলীর (কে-১২ শ্রেণী) জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে।

স্কুলে শূনানীর পর বরখাস্তকৃত ছাত্রের জন্য ৪৫ স্কুল দিবসের মধ্যে বহিস্কারের পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ছাত্রের আচরণ বিধি দপ্তরের পরিচালক বা তার প্রতিনিধি বরখাস্ত বাতিল করে প্রিন্সিপালের নিকট ফেরত পাঠানোর জন্য বা বরখাস্ত নিশ্চিত করে বহিস্কারের জন্য জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের দপ্তরে পাঠনোর জন্য পর্যালোচনা করবেন। এই দপ্তরও অনুরূপ পর্যালোচনা করবেন। যদি বহিস্কারের সুপারিশ হয় তখন জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের দপ্তরের শূনানী কর্মকর্তার কাছে শূনানী ও সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হবে।

৫. শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার অধিকারঃ

সকল ক্ষেত্রে ছাত্রের আচরণ ও অধিকার বিবেচনায় রাখতে হবে। আচরণ পরে সব কিছু জানার ও শোধরানোর অধিকার ছাত্রের আছে। কোন স্থায়ী তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না তা পরিস্কার করে উল্লেখ করতে হবে।

অপ্রতিষ্ঠিত অভিযোগ মুছে ফেলতে হবে।

শূনানীর যথাযথ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে অসদাচরণের জন্য কোন শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না। সুতরাং পৃথক পদ্ধতিতে দেখতে হবে ছাত্রটি স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের মত অভিযুক্ত কি না।

৬. শৃঙ্খলামূলক পদ্ধতি/স্কুল পর্যায়ে শূনানীঃ

সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ছাত্রের সাথে ব্যবহার করা নিশ্চিত করতের হবে। স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘ কালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের সুপারিশ নিম্নের নিয়মানুযায়ী করতে হবে।

ক) স্কুল পর্যায়ে তদন্তঃ

কোন ছাত্রের বিরূদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তদন্ত করতে হবে। এই তদন্ত প্রিন্সিপাল বা নিয়োজিত ব্যক্তির দ্বারা হতে হবে। এই কর্মকর্তা ছাত্রকে মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রমাণসহ অভিযোগ গুলো জানাবেন। ছাত্রেরও লিখিত বক্তব্য নিবেন। যদিও মৌখিক বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। তদন্তে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে টেলিফোনে পিতামাতাকে জানাতে হবে। প্রথম দিবসেই ডাকযোগে ছাত্রের পিতামাতা কে ছাত্রের স্কুলে আসা বন্ধও বন্ধের কারণসহ জানাতে হবে। এই পত্রেই শূনানীর সময় ও স্থান জানাতে হবে।

খ) শৃঙ্খলামূলক শূনানীঃ

দীর্ঘকালীন বরখাস্ত (৯-১২ শ্রেণী), প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের বিষয়ে স্কুল পর্যায়ে শূনানীই শৃঙ্খলামূলক শূনানী। শূনানী অবশ্যই কে-৫ম শ্রেণীর জন্য ৩ দিনের মধ্যে ও ৬-১২ শ্রেণীর জন্য ৫ দিনের মধ্যে হতে হবে। যদি অগ্রহণীয় আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে প্রিন্সিপাল বা নিয়োজিত ব্যক্তি সাব্যস্ত করবেন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

আশা করা যায় পিতামাতা/অভিভাবক ও ছাত্র শূনানীতে অংশ গ্রহণ করবে। যদিও তারা না আসেন বা আসতে না চান তবুও শূনানী হতে হবে। প্রিন্সিপাল, পিতামাতা/অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের তথ্য সংরক্ষণ করবেন। পিতামাতা কোন পরামর্শক প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন। ছাত্রের পক্ষ থেকে পিতা মাতার পছন্দের পরামর্শক সম্পর্কে পূর্বেই প্রিন্সিপালকে জানাতে হবে। শুধু মাত্র পিতামাতা/অভিভাবক ও পরামর্শক ছাত্রের পক্ষে কথা বলতে পারবেন।

শূনানী শুরুর পূর্বেই বক্তা নির্বাচন করতে হবে। প্রিন্সিপালের অনুরোধক্রমে যে শিক্ষক অভিযোগ করেছেন তিনি শূনানীতে উপস্থিত থাকবেন। পিতামাতা কোন সাক্ষীকে মোকাবিলা করতে পারবেন না তবে তারা তাদের প্রশ্নের জন্য অনুরোধ জানাতে পারবেন। যদি প্রিন্সিপালের ব্যাপারেই ছাত্র অভিযুক্ত হয়ে থাকে তবে আচরণ বিধি দপ্তর অন্য একজনকে শূনানীর জন্য নির্বাচন করবেন। প্রথমে পিতা মাতাকে অভিযোগ সম্পূর্ণ জানাতে হবে তারপর তাদের পক্ষ অবলম্বনের সুযোগ দিতে হবে। শূনানীর ১ দিনের মধ্যেই পিতামাতাকে ডাকযোগে ও টেলিফোনে প্রিন্সিপাল বা নিয়োজিত ব্যক্তি পরামর্শ দিবেন।

√ যে অভিযোগে সে নিয়োজিত সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না।
√ যদি অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে কি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।
√ আপিলের অধিকার ও পদ্ধতি।

যে কোন স্থায়ী রেকর্ড যা ছাত্রের বিরূদ্ধে অসদাচরনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে তার অভিযোগ কি প্রতিষ্ঠিত না অপ্রতিষ্ঠিত তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

গ) স্বল্পকালীন বরখাস্তের শূনানীঃ
এই প্রশাসনিক শূনানী স্থির করবে আনীত অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো কি না। যদি অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে প্রশাসক যথাযথ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেনঃ

√ কে-৫ম শ্রেণী ১-৩ স্কুল দিবস
√ ৬-১২ শ্রেণী ১-৫ স্কুল দিবস

স্কুল পর্যায়ে শূনানী আসলে পুনঃভর্তির শূনানী। যদি অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে ছাত্রের রেকর্ড থেকে বাদ দেয়া হবে।

ঘ) **স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত ও প্রশাসনিক বদলীর ১ম ও ২য় স্তরের অপরাধের জন্য আপিলঃ**
স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত ও প্রশাসনিক বদলীর ১ম ও ২য় স্তরের অপরাধের জন্য সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে আচরণ বিধি দপ্তরে পিতামাতার আপিল করা অধিকার রয়েছে।

১. আপিলের প্রথম পদক্ষেপঃ
পিতামাতা ৩ দিনের মধ্যে আচরণ বিধি দপ্তরে লিখিতভাবে জানাবেন যে তারা প্রিন্সিপালের সিদ্ধান্তের আপিল করবেন। এই অনুরোধ প্রথমে টেলিফোনে তারপর লিখিতভাবে হতে পারে।

প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রের প্রশাসনিক বদলীর জন্য প্রিন্সিপালের সিদ্ধান্তের আপিল চলাকালীন সময়ে যদি সে ছাত্র শিক্ষকের জন্য বিপজ্জনক না হয় তবে একই স্কুলে থাকবে। যদি প্রিন্সিপালের সিদ্ধান্ত হয় সাময়িক বরখাস্ত ও পর্যালোচনা সাপেক্ষে বহিস্কার তবে এর জন্য পিতামাতা/ছাত্র আপিল করতে পারবেন।

২. আপিলের দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ
আপিল অনুরোধ পাওয়ার পর আচরণ বিধি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক ৩ সদস্য বিশিষ্ট ১ টি পর্যালোচনা কমিটি গঠণ করবেন যার ২ জন স্কুল থেকে, একজন প্রিন্সিপাল বা সহকারী প্রিন্সিপাল, একজন পিতামাতা বা সমাজ থেকে হবেন। যারা এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত বা শাস্তি প্রদানে অনড় তারা এই কমিটির সদস্য হতে পারবে না।

আপিলের অনুরোধ পাওয়ার ৫ স্কুল দিবসের মধ্যে আপিল শূনানী ধার্য্য করতে হবে। সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য প্রিন্সিপাল কি তথ্য ও পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা পর্যালোচনা করা হবে। ঐ সময় সকল প্রমাণ ছাত্রের সামনে হাজির করা হবে। ছাত্রের পিতামাতা ও পরামর্শক যারা শূনানীতে উপস্থিত থাকবেন তারাও প্রমাণাদি পেশ করতে পারবেন। শূনানীর শেষে এই কমিটি তাদের লিখিত সুপারিশ আচরন বিধি দপ্তরের পরিচালকের কাছে দিবেন। এই সুপারিশ অধিকাংশ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। ছাত্র ও ছাত্রের পিতামাতাকে ডাকযোগে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। এই সিদ্ধান্ত পাওয়ার ৫ স্কুল দিবসের মধ্যে ছাত্রের পিতামাতা জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে আপিল করার অধিকার থাকবে।

৩. আপিলের তৃতীয় পদক্ষেপঃ
জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিয়োজিত ব্যক্তি ৩ সদস্য বিশিষ্ট শূনানী কমিটি গঠণ করবেন। এর একজন চেয়ারম্যান, একজন প্রিন্সিপাল বা সহকারী প্রিন্সিপাল ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক দপ্তরের একজন সদস্য হবেন। এই শূনানীর সময় ছাত্রের পিতামাতা ও পরামর্শক পাঠনোর অধিকার রয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় তবে তারা উপযুক্ত তথ্য ও সাক্ষী পেশ করতে পারবেন। শূনানীর ৫ স্কুল দিবসের মধ্যে জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিয়োজিত ব্যক্তির মাধ্যমে তার সিদ্ধান্ত পিতামাতা ও ছাত্রকে ডাকযোগে জানাবেন।

জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত

গ) জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণঃ

মিশিগান আইনে (এম সি এল ৩৮০,১৩১১) কোন স্থায়ী বহিস্কারকে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট কোন আইনে পূনর্বহাল করার ব্যবস্থা আছে। এ গুলো হলো-মারাত্মক অস্ত্র, অগ্নিসংযোগ, যৌন অপরাধ স্কুলে বা স্কুলের মাঠে ৬ষ্ঠ শ্রেণী বা তার উপরের ছাত্ররা, কোন কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক বা ঠিকাদারকে শারিরীক নির্যাতন করা।

অতিরিক্ত ৩য় স্তরের অপরাধের জন্য জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট/তার নিয়োজিত ব্যক্তিকে স্থায়ী বহিস্কারের ক্ষমতা আইন প্রদান করেছে।

১. জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের শূনানীঃ
জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট/তার নিয়োজিত ব্যক্তি একটি বহিস্কার শূনানী কমিটি গঠণ করবেন বহিস্কারের সুপারিশ করার জন্য, যার ৩ জন সদস্যই হবেন প্রশাসক। জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের পক্ষে শূনানী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত নিবেন যে ৩য় স্তরের অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ আছে কি না যাতে ছাত্রকে ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহ থেকে বহিস্কার করা যায়। জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিয়োজিত ব্যক্তির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। শূনানীতে কোন পরামর্শক হাজির হওয়ার জন্য ছাত্র আচরণ বিধি দপ্তরে ছাত্রের পিতামাতা লিখিত ক্ষমতা প্রদান দাখিল করতে হবে। শুধু পিতামাতা/অভিভাবক বা পরামর্শক শূনানীতে ছাত্রের পক্ষে কথা বলতে পারবেন। শূনানী শূরুর পূর্বেই বক্তা নির্ধারণ করতে হবে, পিতা মাতা/অভিভাবক সাক্ষ্য আনতে পারবেন।

২. পুনঃভর্তির শূনানীঃ

যদিও স্থায়ী বহিস্কার তথাপি মিশিগান রাজ্য ও ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র/পিতামাতা/অভিভাবক পুনঃভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। পুনঃভর্তির পূর্বে ছাত্রকে মিশিগান রাজ্য ও ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩. পুনঃভর্তির নীতিমালাঃ

যখন শর্ত পূরণ হবে তখন ছাত্র/পিতামাতা/অভিভাবক পুনঃভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। পুনঃভর্তির জন্য আবেদন আচরণ বিধি দপ্তরে পাঠাতে হবে। ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের আইন অনুযায়ী পুনঃভর্তির জন্য আবেদনে সাহায্য করতে বাধ্য নয়।

পুনঃভর্তির জন্য আবেদন ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র আচরণ বিধি দপ্তরে পাঠাতে হবে। এই কর্মসূচীতে পিতামাতা ও ছাত্রকে ওয়াই গ্লেডিস বারসেমিয়ান ও হ্যাঙ্কক কেন্দ্র সাহায্য করবে। যখন কোন ছাত্র অনিবার্য বহিস্কার অপরাধ ব্যতিত বহিস্কার হয়ে থাকে তখন জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের পুনঃভর্তির পর্যালোচনা কমিটি পুনঃভর্তির জন্য পর্যালোচনা করবেন।

শূনানী কর্মকর্তা জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের পুনঃভর্তির পর্যালোচনা কমিটিতে উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা করবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যদি পুনঃভর্তির সিদ্ধান্ত হয় তবে ছাত্রের আশানুরূপ আচরণ, হাজিরা, শিক্ষাগত উন্নতি বিষয়ে ছাত্র পিতামাতা, জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিয়োজিত ব্যক্তি ও শূনানী কর্মকর্তার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। যদি পুনঃভর্তির সিদ্ধান্ত না হয় তবে শূনানী কর্মকর্তা পুনঃভর্তির জন্য পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

ঘ) শিক্ষাবোর্ডের পুনর্বহাল পন্থাঃ

আবেদন পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে ছাত্র আচরণ বিধি দপ্তর শিক্ষাবোর্ডের পুনর্বহাল পর্যালোচনা কমিটি গঠণের ব্যবস্থা করবেন। এই কমিটিতে থাকবেন ২ জন বোর্ডের সদস্য, ১ জন স্কুল প্রশাসক, ১ জন স্কুল শিক্ষক ও এক জন পিতামাতা। চেয়ারম্যান ছাড়া সকল সদস্য চক্রাকারে সেবা দান করবেন।

পুনর্বহাল পর্যালোচনা কমিটি নিয়োগের ১০ দিনের মধ্যে ছাত্র আচরণ বিধি দপ্তর বোর্ডের সেক্রেটারী দপ্তরকে নিশ্চিত করবেন। এই কমিটি আবেদন পর্যালোচনা, সাহায্যকারী কোন তথ্য, ছাত্র, পিতামাতা/আভিভাবককে হাজির হওয়ার ও বলার সুযোগ, পরবর্তী নিয়মিত বোর্ড সভায় তাদের লিখিত সুপারিশ পেশ করবেন।

পুনর্বহাল পর্যালোচনা কমিটি শর্তযুক্ত, শর্তহীন ও পুনর্বহালের বিরূদ্ধে সুপারিশ করতে পারবেন। যদি শর্তযুক্ত সুপারিশ হয় তবে যে কোন শর্ত হতে পারে। পুনর্বহালের সুপারিশে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবেঃ

- √ নির্দিষ্ট ছাত্রের পুনর্বহালে ছাত্র ও স্কুলের ব্যাক্তিদের কতটুকু ক্ষতির ঝুকি সৃষ্টি হবে।
- √ নির্দিষ্ট ছাত্রের পুনর্বহালে বোর্ডের ব্যাক্তিদের কতটুকু ক্ষতির ঝুকি সৃষ্টি হবে।
- √ নির্দিষ্ট ছাত্রের পুনর্বহালে ছাত্রের বয়স ও পরিপক্কতা।

√ নির্দিষ্ট ছাত্রের পুনর্বহালে বহিস্কারের পূর্বের রেকর্ড।

√ নির্দিষ্ট ছাত্রের পুনর্বহালে বহিস্কারের কারণের প্রতি মনোভাব।

√ নির্দিষ্ট ছাত্রের পুনর্বহালে বহিস্কারের পর থেক সংশোধন পর্যন্ত আচরণ।

√ যদি পিতামাতা বা অভিভাবক আবেদন করে থাকেন তবে পুনর্বহালে শর্ত পূরণে তাদের আগ্রহ ও সাহায্য সহযোগিতা কতটুকু।

IX. শারিরীক অক্ষম ছাত্রদের শৃঙ্খলাঃ

আচরণ বিধির সাধারণ আচরণ সবার জন্য সমান প্রযোজ্য, যারা ধারা ৫০৪ অনুযায়ী শারিরীক অক্ষমতার জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় আছে বা বোর্ডের জানা আছে যে তার শারিরীক অক্ষমতা আছে তারাও এর অন্তর্ভূক্ত। স্থানীয়, রাজ্য ও জাতীয় আইন অনুযায়ী শারিরীক অক্ষম ছাত্ররা যেহেতু ব্যতিক্রম তাই যাথাযথ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা কার্যকরী হবে।

ক) সংজ্ঞা - ৫০৪ ধারার ও শারিরীক অক্ষম ছাত্রেরাঃ

শারিরীক অক্ষম ছাত্র বলতে - চলতি শিক্ষা বর্ষে ১লা সেপ্টেম্বর যার বয়স ২৫ এর অধিক নয় ও যে হাই স্কুল পাশ করে নাই, কোন স্কুলে ভর্তি আছে ও আইইপিটি অনুযায়ী এক বা অধিক বৈকল্যের কারণে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বা সাহায্যকারী সেবা পাওয়ার বৈশিষ্টের যোগ্য। যে ছাত্র ১লা সেপ্টেম্বর ২৬ বছরে উপণীত হবে এবং শারিরীক অক্ষম ছাত্র হিসাবে ভর্তি আছে, সে স্কুল বর্ষের শেষ পর্যন্ত বিশেষ শিক্ষা চালিয়ে যাবে। ১

এই বৈকল্য শুধু পারিপার্শিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আচরণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ হবে না তা হবে রাজ্য ও জাতীয় আইন অনুযায়ী অক্ষম ছাত্র হিসাবে চিহ্নিত হতে হবে। ২

এদেরকে সাধারণতঃ স্থানীয়, রাজ্য, জাতীয় ও শিক্ষা সংস্থা কর্তৃক শিক্ষায় অক্ষম ছাত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সংজ্ঞা - ৫০৪ ধারার ছাত্ররাঃ

৫০৪ ধারার ছাত্র বলতে বুঝায় - পুনর্বাসন আইন ১৯৭৩ অনুযায়ী যে ছাত্র জাতীয় আর্থিক সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে লেখাপড়া করছে সে যেন কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বৈষম্যের শিকার না হয় যার শারিরীক ও মানসিক বৈকল্যের কারণে তার জীবনের একটি বা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চালানো বাধাগ্রস্থ হয়।৩

১-মিশিগান প্রশাসনিক আইন বিশেষ শিক্ষার জন্য ৩৪০, ১৭০২

২-মিশিগান প্রশাসনিক আইন বিশেষ শিক্ষার জন্য ৩৪০, ১৭০৫-১৭১১ এবং আইডিএ জাতীয় নীতিমালা ৩০০,৩৫/ ৩০০ ।৩০৭০-১১

৩-৩৪ সিঅফআর অংশ ১০৪

গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন নিজের যত্ন, শারিরীক কাজ, হাটা, শোনা, বলা, শ্বাস নেয়া, শিক্ষা ও কাজ করা ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধতা।

৫০৪ দলের দ্বারা ছাত্রের পর্যালোচনা, সারসংক্ষেপ ও শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। ৫৪০ ধারার কার্যকর করা বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব নয়।

আইডিইএ ও ৫০৪ ছাত্ররাঃ

সকল আইডিইএ এর ছাত্ররা ৫০৪ ধারার মাধ্যমে বৈষম্য থেকে সংরক্ষিত। ৫০৪ ধারার সকল ছাত্ররা আইডিইএ এর সকল কর্মসূচী ও সেবার যোগ্য নয়।

খ) ৫০৪ ধারার ছাত্রদের বরখাস্ত ও বহিস্কারের পদ্ধতিঃ

যখনই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বা ৫০৪ ছাত্রের বিরূদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তখনই চিন্তা করতে হবে এতে সারা বছরে কতদিন সে স্কুলে অনুপস্থিত থাকবে।

যখনই শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কতদিন উক্ত ছাত্র অনুপস্থিত থাকবে তা নির্ধারিত হবে তখন নিম্নের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে-

১) যদি ৫০৪ ধারার কোন ছাত্র শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার জন্য স্কুলে আসা বন্ধ রাখতে হয় তবে দেখতে হবে তা পর পর ১০ দিনের অতিরিক্ত কি না বা সর্বমোট ১০ দিনের অতিরিক্ত কি না। তখন অবশ্যই ৫৪০ ধারার সভা করে নির্ধারণ করতে হবে তা কি তার অক্ষমতার জন্য কি না।

ক) ছাত্রের স্কুলে আসা বন্ধের ১০ দিবসের মধ্যে এই সভা হতে হবে।

ব্যতিক্রমঃ অবৈধ ঔষধ বা এলকহল ব্যবহার বা রাখার জন্য ৫০৪ ধারার ছাত্র দায়ী হলে তাকে অন্যান্য সাধারণ ছাত্রের মতই ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি শূধু রাখার অপরাধ হয় তবুও শূনানী হতে হবে। ৪

৪- শারিরীক ভাবে অক্ষম কোন ছাত্র অবৈধ ঔষধ বা এলকহল ব্যবহার বা রাখার জন্য
৫০৪ ধারার ছাত্র দায়ী হলে তাকে অন্যান্য সাধারণ ছাত্রের মতই ব্যবস্থা নিতে হবে।
ওসিআর মনে করে ড্রাগের বর্তমান ব্যবহার অর্থ অবৈধ ঔষধ বা এলকহল ব্যবহার
ওসিআর কর্মচারী বিজ্ঞপ্তি,১৯ এডেলার ৮৫৯(ওসিআর ১৯৯২)

৫-আইডিএ এর ছাত্রদেরকে অবশ্যই ৩ক ও খ অনুযায়ী সেবা প্রদান করতে হবে। ৫০৪ ধারার ছাত্রদেরকে অন্যান্য ছাত্রদের মত সেবা দিতে হবে।

২) যদি আইইপি / ৫৪০ ধারার দল নির্ধারণ করেন যে এটা তার অক্ষমতার জন্য তবে তাকে মূল স্কুলে অবশ্যই পাঠাতে হবে যদি পিতামাতার ভিন্ন মত না থাকে।

ব্যতিক্রমঃ

ফলাফল নির্ধারণ যাই হোক, নিম্নের যে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হলে তাকে স্কুল থেকে বহিস্কার করে সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের বিকল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করা।

- স্কুলে বা স্কুলের অনুষ্ঠানে অস্ত্র বহন করা বা অস্ত্র রাখা।
- অবৈধ ঔষধ রাখা ।
- অবৈধ ঔষধ ব্যবহার বা বিক্রি করা ।
- শারিরীকভাবে অন্যকে মারাত্ত্বক জখম করা।

৩) যদি ৫০৪ দল মনে করে যে তার এই অপরাধ অক্ষমতার কারণে নয় তবে তাকে অন্য সাধারণ ছাত্রের মত বহিস্কার করতে হবে। ৫

ক) যদিও একই স্কুল পরিবেশে তাকে সেবা দেয়া হচ্ছে না তবুও তাকে সাধারণ পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে আইইপি এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেদা দিতে হবে।

খ) আইইপি দল সিদ্ধান্ত নিবে তার কি প্রয়োজন ও কোথায় সেবা প্রদান করা হবে।

গ) ৫০৪ দল তাকে পদস্ত করণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনার পুর্বে অবশ্যই পুন যাচাই করতে হবে (১০ দিনের বেশী বহিস্কার বা বরখাস্ত হলে)।

৪) যদি ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের প্রশাসন বা পিতামাতা বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে অমত পোষণ করেন তবে বিশেষ ছাত্র সেবা দপ্তরকে আপিলের পন্থা তরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন।

ক) যদি ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের প্রশাসন বিশ্বাস করে যে তার পুনর্বহাল ছাত্র ও অন্যকে আঘাত করবে তবে বিকল্প শিক্ষার চলাকালীন সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবেন।

খ) পিতামাতাঃ বিশেষ ছাত্র সেবা দপ্তরের সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে বহিস্কারের সময় আপিলের পন্থা তরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন।

আপীল চলাকালীন সময়েঃ ছাত্র বহিস্কারের পর একই স্থানে থাকবে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বা ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের সিদ্ধান্ত জারি না হওয়া পর্যন্ত।

গ) সন্দেহভাজন অক্ষম ছাত্রকে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে নিম্নের বিষয় গূলো বিবেচনা করতে হবেঃ

১. পিতামাতা লিখিতভাবে ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের প্রশাসন বা ছাত্রের শিক্ষককে জানিয়েছেন যে, ছাত্রের বিশেষ আচরণের জন্য বিশেষ শিক্ষা সেবা প্রয়োজন।
২. পিতামাতা নিয়ম মাফিক বিশেষ শিক্ষা সেবার অনুরোধ করছেন।
৩. শিক্ষক বা স্কুলের অন্যরা বিশেষ শিক্ষা সেবার তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালককে জানিয়েছেন।
৪. ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের জানা থাকবে না যে পিতামাতা ছাত্রকে যাচাই করতে বা বিশেষ শিক্ষা সেবা নিতে অসম্মতি জানিয়েছেন বা ছাত্র বিশেষ শিক্ষা সেবা পাওয়ার অযোগ্য।

ঘ) স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের যোগ্য ৫০৪ ধারার ছাত্ররাঃ

যখন সাধারণ ছাত্রকে স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের বিবেচনা করা হয় তখন যদি গ্রহণযোগ্য কারণে মনে হয় যে, সে ৫০৪ ধারার আওতামুক্ত তখন সে তার অক্ষমতার জন্য আত্মরক্ষার যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার রয়েছে।

X. অক্ষম ছাত্রদের সম্পর্কে নীতিমালাঃ

১. কোন ছাত্র সম্পর্কে ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে যদি জানা না থাকে যে, সে অক্ষম তবে তাকে সাধারণ ছাত্রের মতই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২. যদি শৃঙ্খলামূলক বহিস্কারের পর অক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য অনুরোধ আসে তবে তাকে শৃঙ্খলামূলক বহিস্কারেই রাখতে হবে এবং শীঘ্রই যাচাই করতে হবে।

৩. যদি ধরা পড়ে যে কোন ছাত্র অক্ষম তখন ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয় সমূহ তাকে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা ও সেবা প্রদান করবে এবং ছাত্রকে স্কুল কর্তৃপক্ষ যথাযথ স্থানে রাখবেন।

XI. রেকর্ড সমূহঃ

যখন কোন ছাত্র স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের জন্য তার স্কুলে হাজির হওয়ার অযোগ্য হয় তখন প্রিন্সিপাল বা তার নিয়োজিত ব্যক্তি বরখাস্তের প্রতিবেদন সম্পন্ন করবেন। ছাত্র আচরণ বিধি দপ্তর যথাযথ ফরম প্রদান করবে। একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে যখন কোন ছাত্রকে সংশোধন করার জন্য পিতামাতার সাথে যোগাযোগ করা হবে যদিও সে নিয়মিত স্কুলে আসতে থাকবে। ছাত্র আচরণ বিধি দপ্তর সকল আপীল, স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের এর একটি ফাইল সংরক্ষণ করবে।

প্রতিটি স্কুল অবশ্যই একটি শৃঙ্খলামূলক কার্যপত্র পূরণ করবে। কম্পিউটারে সকল তথ্য যেমনঃ স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কার, বহিস্কারের পর্যালোচনা, কি ধরণের আচরণ ও বরখাস্তের দিনের সংখ্যা ইত্যাদি।

যখন শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার সময় কোন অপ্রত্যাসিত ঘটনা ঘটে তখন এই ঘটনার একটি প্রতিবেদন ফরম অবশ্যই পূরণ করতে হবে। যদি ছাত্রের স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের পরিবর্তন, পরিমার্জন, খারিজ করা হয় তথাপি সকল তথ্য অপিরিবর্তিত রাখতে হবে। অপ্রতিষ্ঠিত

অভিযোগ গুলো ছাত্রের রেকর্ড থেকে বাদ দিতে হবে। যদি আপিল, ছাত্রের স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা সকল তথ্য অপিরিবর্তিত রাখতে হবে। সকল তথ্য যা যথাযথ ও আইনতঃ প্রযোজ্য তা পিতামাতা/অভিভাবকে প্রদান করতে হবে। রেকর্ড থেকে বাদ হবে স্কুল শিক্ষক ও ব্যক্তিদের সম্পর্কে দেয়া পরিচিতি মূলক ও ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ।

ছাত্র আচরণ বিধিতে উল্লেখিত দিন বলতে স্কুল দিবস বুঝায়

XII. ঔষধ নীতিঃ

উদ্দেশ্যঃ ছাত্রের শিক্ষা যাতে বাধাগ্রস্থ না হয়, স্কুল সময়ে তা প্রতিহত করা।

পন্থাঃ ছাত্রের পিতামাতা লিখিত অনুমতি দিবেন এবং সাথে চিকিৎসকের নির্দেশ দিবেন। কোন মৌখিক অনুরোধ মান্য করা হবে না।

স্কুলের ব্যক্তির দ্বারা সেবনযোগ্য ঔষধ পিতামাতা স্কুলে নিয়ে আসবেন, ছাত্রের মাধ্যমে নয়। ফার্মেসীর লেভেলযুক্ত কৌটা পিতামাতা দিবেন। ঐ লেভেলে ছাত্রের নাম, ঔষধের ডোজ ও নির্দেশ থাকবে। ইহা পুনরায় ঔষধ ভরার জন্য লাগবে। ছাত্র নিজে সেবনযোগ্য ঔষধ সাথে রাখতে পারবে তবে চিকিৎসকের নির্দেশ ও পিতামাতা লিখিত অনুমতি দিবেন। এতে ইনহেলার বা শ্বাস কষ্টের অন্যান্য ঔষধ অন্তর্ভূক্ত। ছাত্রের স্কুল থেকে ঔষধের ফরম নেয়া যাবে। ঔষধ নীতির কপি স্বাস্থ্য দপ্তর, শরীর চর্চা বিভাগ ও নিরাপত্তা দপ্তরে (৩১৩) ৮৭৩ - ৭৭৮৯ ফোন করে পাওয়া যাবে।

যে ছাত্রের স্কুলে ঔষধের যন্ত্র ব্যবহার জরুরীঃ

শ্বাস কষ্টের মেশিন, ক্রাস, কাষ্ট, চাকাওয়ালা চেয়ার - সাধারণতঃ শিক্ষায় এ গুলো স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করতে হয় (যেমন মারাত্ত্বক দূর্ঘটনার পর) বা এগুলো ছাত্রের নিজ নিয়ন্ত্রিত।

ঔষধ যন্ত্রের ব্যবহার অন্যের জন্য ঝুকিপূর্ণ হবে না বা ছাত্রের শিক্ষায় বাধার সৃষ্টি করবে না। পিতামাতা চিকিৎসকের নির্দেশসহ লিখিত অনুমতি দিবেন। সংরক্ষণ, ব্যবহার, ব্যবহারের সময় বা স্কুল ব্যক্তিদের কোন সাহায্য লাগবে কি না তা ছাত্রের চিকিৎসক স্পষ্ট করে উল্লেখ করবেন।

XIII. ছাত্র ও পিতামাতার অধিকার সমূহঃ

১. স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের কারণে বাদ পড়া কাজ গুলোর ক্ষতিপূরণের সুযোগ দেয়া হবে।

২. বহিস্কারের অভিযুক্ত ছাত্রও বহিস্কারের শূনানী কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের সুযোগ পাবে।
৩. কোন ঘটনার জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে উক্ত ছাত্র পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। পিতামাতা বা প্রিন্সিপাল ছাত্র আচরণ বিধি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়কের সাথে পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করবেন।
৪. স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রকে মৌখিক ও লিখিত ভাবে প্রমাণসহ অভিযোগুলো জানাবেন।
৫. যখন কোন ছাত্র বরখাস্ত হবে তখন তার শূনানী স্কুলে হবে।
৬. পিতামাতা/অভিভাবক যদি ইহা বাতিল করেন তবে প্রিন্সিপাল পুনরায় শূনানীর তারিখ ও সময় ধার্য্য করবেন।
৭. পিতামাতা তাদের পছন্দের পরামর্শককে প্রতিনিধি করতে পারবেন।
৮. যদিও পিতামাতা সাক্ষীকে জেরা করতে পারবেন না তথাপি তারা স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রশ্ন বলতে পারবেন।
৯. শূনানীতে ছাত্র ও পিতামাতাকে আচরণ ভঙ্গের অভিযোগ সম্পুর্ণ জানাতে হবে। তারপর ছাত্রেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।
১০. যদি স্কুলে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে পিতামাতার অধিকার রয়েছে স্বল্পকালীন বরখাস্ত, দীর্ঘকালীন বরখাস্ত, প্রশাসনিক বদলী বা বহিস্কারের ব্যাপারে ছাত্র আচরণ বিধি দপ্তরে আপিল করার।
১১. বহিস্কার পর্যালোচনা সাপেক্ষে যদি প্রিন্সিপাল কোন ছাত্রকে বরখাস্ত করেন তবে ছাত্র ও পিতামাতা আপিল করতে পারবেন না।
১২. বহিস্কারের পর ছাত্রের পুনঃভর্তির আবেদন করার অধিকার রয়েছে।
১৩. যদি কোন ছাত্র অক্ষমতার জন্য ১০ স্কুল দিবসের বেশী বরখাস্ত থাকে তবে স্কুল নির্ধারণ করবে তা অক্ষমতার জন্য কি না।
১৪. ছাত্র আচরণ বিধি দপ্তর অবশ্যই অপ্রতিষ্ঠিত তথ্য ছাত্রের রেকর্ড থেকে বাদ দিতে হবে।
১৫. যদি কোন ছাত্র বিশ্বাস করে যে, আচরণ বিধির অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে তবে ছাত্র/পিতামাতা/অভিভাবক স্কুল কর্তৃপক্ষকে বা শিক্ষা বোর্ডকে লিখিত ভাবে জানাতে পারবেন।

XIV. শব্দকোষঃ

আপিলঃ	নিম্নস্তরের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার জন্য উচ্চ স্তরের প্রশাসনের শরণাপন্ন হওয়া।
অগ্নিসংযোগঃ	বেআইনী ও ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পত্তি ধ্বংশ করার জন্য আগুন লাগানো বা চেষ্টা করা।
শারিরীক নির্যাতনঃ	ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করার জন্য কোন ছাত্রকে শারিরীক আঘাত করা।
ভাঙ্গন ও প্রবেশঃ	বেআইনীভাবে স্কুলে বা স্কুল অবকাঠামোতে প্রবেশ।
সাইবার বুলিংঃ	ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তরঙ্গ, বেইজ্জত বা ভয় দেখানোর জন্য।

বাদ দেয়াঃ	ছাত্রের রেকর্ড থেকে স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা।
ভুল এলার্মঃ	বিনা করণে আগুনের এলার্ম ব্যবহার, আগুন বা বোমার সংবাদ দেয়া।
মারামারিঃ	স্কুলে বা স্কুলের কোন কার্যক্রমে কাউকে শারিরীকভাবে আঘাত করা।
বিনামূল্যে যথাযথ শিক্ষাঃ	ধারা ৫০৪, আইডিইএ আইন ও মিশিগান আইন অনুযায়ী প্রতিটি অক্ষম ছাত্র ২৫ বছর পর্যন্ত যথাযথ শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখে। বিনামূল্যে অর্থ হলো শিক্ষা ও শিক্ষা সম্পর্কীয় কোন ব্যয় পিতামাতাকে বহন করতে হবে না।
আচরণ যাচাইঃ	ছাত্রের পরিবেশ ও প্রয়োজন পর্যালোচনা করে ছাত্রের ব্যবহার যাচাই।
দলবদ্ধ কার্যক্রমঃ	কোন সংস্থা, সমিতি ৩ জনের বেশী লোক যদি একই নাম, সঙ্গেত ব্যবহার করে তাদের নিজেদের মধ্যে বেশী যোগাযোগ থাকে এবং তারা যদি কোন অসামাজিক ও অবৈধ কাজের সাথে জড়িত থাকে।
দলবদ্ধ হিংস্রতাঃ	৩ জন বা অধিক একত্রিত হয়ে কাউকে আক্রমণ করা।
অবৈধ কার্যক্রমঃ	স্থানীয়, রাজ্য ও জাতীয় আইনের পরিপন্থী।
দাহক যন্ত্রঃ	এমন জিনিস যা আগুন বা বিস্ফোরন ঘটায়।
নির্দিষ্ট শিক্ষা কর্মসূচীঃ	ইহা একটি বিশেষ কর্মসূচী যা আই পি দলের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, ছাত্রের যোগ্যতা, ব্যক্তিগত পর্যায়, দক্ষতা, বার্ষিক লক্ষ্য, বিশেষ শিক্ষা ও সেবা, সাধারণ শিক্ষায় কত সময় ব্যয় করবে, তার সীমাদ্ধতা। আইইপি প্রতি বছর বা যখন প্রয়োজন হয় তখন করতে হবে।
ভীতি প্রদর্শন/বল প্রয়োগঃ	কোন অস্ত্র প্রদর্শন বা শারীরিক জখম ছাড়া কথা ও ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যকে ভয় দেখানো।
অবাধ্যতাঃ	কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্য ও বৈধ নির্দেশ অমান্য করা।
এখতিয়ারঃ	স্কুলের বিষয় শোনা ও নির্ধারণ করা।
চুরিঃ	অবৈধভাবে কারও সম্পত্তি থেকে কিছু নেয়া, বহন, চালিয়ে নেয়া।
ভবঘুরেঃ	স্কুল ভবনে বিশেষতঃ নিষিদ্ধ এলাকায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ঘুরাফেরা করা।
আবেদনঃ	লিখিত দরখাস্ত

পরিচয়দানে অসম্মতিঃ কর্তৃপক্ষের কাছে পরিচিতি পত্র দেখানো বা সঠিক নাম দিতে অস্বীকার করা।

আরসিটিঃ আরসিটি স্কুল ভিত্তিক সমস্যা সমাধানের একটি দল যারা পিতামাতা, শিক্ষক ও সমাজের সাথে একযোগে কাজ করে ছাত্রের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে।

বিলম্বঃ বিনা অনুমতিতে স্কুলে বা ক্লাশে নির্দিষ্ট সময়ের পর হাজির হওয়া।

সন্ত্রাসী কর্মকান্ডঃ ভয় দেখানো ও হিংস্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তি বা সম্পদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করলে অথবা স্কুল ভবন বা কোন কক্ষ ব্যবহার বা দখলে বাধা দিলে অথবা জনগণের সাথে যোগাযোগে, পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহে বাধা দিলে।

স্কুল পালানোঃ বিনা অনুমতিতে বা বিনা অজুহাতে স্কুলে বা ক্লাশে অনুপস্থিত থাকলে।

ডেট্রয়েট সরকারী বিদ্যালয়সমূহ শিক্ষা বোর্ড

বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

এন্থনি এডামস, জেলা ৫, প্রেসিডেন্ট

টাইরন উইনফ্রে, জেলা ৪, ভাইস-প্রেসিডেন্ট

কার্লা ব্যাংক্স, সার্বিক

লামার লেমনস, সার্বিক

রেভারেন্ড ডেভিড মারী, সার্বিক

আইডা সর্ট, সার্বিক

কার্লা ডি স্কট এমডি, জেলা ১

এলেনা এম হেরেডা, জেলা ২

এনি কার্টার, জেলা ৩

টেরি ক্যাচিং, জেলা ৬

রন ক্লিভলেন্ড, জেলা ৭

রবার্ট সি বাব
জরুরী আর্থিক ব্যবস্থাপক

১৯৬৪ সনের নাগরিক অধিকার আইনের শিরোনাম ৬ ও ৭, ১৯৭২ সালের শিক্ষা সংশোধনী শিরোনাম - ৯, ১৯৭৩ সালের পুনর্বাসন আইনের ধারা ৫০৪, ১৯৭৫ সালের বৈষম্য আইন, ১৯৯০ সালের পঙ্গু আইন; উল্লেখিত আইনানুযায়ী কোন ব্যক্তিই গোত্র, বর্ণ, ধর্ম, জাতীয় সত্তা, লিঙ্গ, বয়স, পঙ্গুত্ব, উচ্চতা, ওজন, বৈবাহিক অবস্থার কারণে কোন কর্মসূচীতে শিক্ষা গ্রহণে কোন বৈষম্যের শিকার হবেন না। ইহা ডেট্রয়েট শিক্ষা বোর্ডের নীতি।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

নাগরিক অধিকার দপ্তর,
৩০১১ পশ্চিম গ্রান্ড বুলবার্ড, ডেট্রয়েট, এমআই ৪৮২০২,
(৩১৩) ৮৭৩ - ৩১১১।